অধ্যায়-৭: রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়

পরীক্ষার্থী বন্ধুরা, এ অধ্যায়ে বোর্ড পরীক্ষা, শীর্ষস্থানীয় কলেজসমূহের নির্বাচনি পরীক্ষা এবং বাছাইকৃত এক্সক্লুসিভ মডেল টেস্টের প্রশ্নগুলোর পূর্ণাঙ্গ উত্তর দেওয়া হয়েছে। এগুলো অনুশীলন করলে তোমরা এ অধ্যায় থেকে যেকোনো সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর সহজেই লিখতে পারবে।

প্রশ্ন ▶১ অমিত রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পটি পড়েছে। তৎকালীন সময় তথা ব্রিটিশ আমল থেকে অদ্যবধি এ সার্ভিস চালু আছে। তবে মোবাইল ফোন, কুরিয়ার সার্ভিস ইত্যাদির উদ্ভবের কারণে এর গুরুত্বকে হ্রাস করেছে। বাংলাদেশে ব্রিটিশ আমল থেকে চলে আসা আরেকটি নিরাপদ ও সাশ্রয়ী গণপরিবহন সার্ভিস রয়েছে। সহজ ও আরামদায়ক সেবা হওয়ায় এর চাহিদা বেশি। এ প্রতিষ্ঠানকে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রতিযোগিতা করতে হয় না। তা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠানটি গ্রাহকদের সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হয়নি। *[ঢা. বো. ১৭]*

ক. BTTB কী? ১

খ. বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে প্রথমত কোন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে পরবর্তীতে যে প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে তার গ্রাহকসেবার মান বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মতামত দাও। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে স্থায়ী টেলিফোন সঞ্চালন লাইন প্রতিষ্ঠা, পরিচালন, সংযোগ প্রদান এবং ইন্টারনেট সেবা দেয়ার ক্ষেত্রে নিয়োজিত সরকারি প্রতিষ্ঠান হলো বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ অ্যান্ড টেলিফোন বোর্ড (BTTB – Bangladesh Telegraph & Telephone Board)।

খ বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন হলো বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা।

এটি দেশের জাতীয় পর্যটন সংস্থা, যা পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে কাজ করে। এটি দেশে ও দেশের বাহিরে পর্যটকদের জন্য অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করে। এছাড়া এটি প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থাও করে; যাতে পর্যটকরা স্বাচ্ছন্দ্যে দেশ পরিভ্রমণ করতে পারে।

গ উদ্দীপকে প্রথমত 'বাংলাদেশ ডাক বিভাগ'–এ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে।

ডাক বিভাগ সংশি-ষ্ট পণ্য বা সেবা জনগণের নিকট পৌঁছে দেওয়ার জন্য ডাক বিভাগ। এটি দেশের সরকারের ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি বিভাগ সরকারি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের জনগণকে অল্প খরচে চিঠিপত্র ও অর্থ আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে এটি ভূমিকা রাখে।

উদ্দীপকে উলে-খ্য, তৎকালীন সময়ে তথা ব্রিটিশ আমল থেকে অদ্যবধি একটি সার্ভিস চালু আছে। তবে মোবাইল ফোন, কুরিয়ার সার্ভিস ইত্যাদির উদ্ভবের কারণে এর গুরুত্বকে হ্রাস করছে। এটি ব্রিটিশ আমল থেকেই সাশ্রয়ী ও নির্ভরযোগ্য সেবা দিয়ে আসছে। বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে এটিকে চালানো যাচ্ছে না। এত বড় ও সম্ভাবনাময় এ প্রতিষ্ঠানটিকে প্রযুক্তিনির্ভর কর্মকাণ্ডে পরিচালিত করতে পারলে সাধারণ মানুষ অল্প খরচে আরও অনেক বেশি সেবা গ্রহণের সুযোগ পাবে। এসব কার্যক্রম বাংলাদেশ ডাক বিভাগ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ডাকসেবার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং, উদ্দীপকে প্রথমে বাংলাদেশ ডাক বিভাগের কথাই বলা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে, যার গ্রাহকসেবার মান বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অনেক।

সরকারি মালিকানায় ও পরিচালনায় দেশের প্রধান পরিবহন সংস্থা হলো বাংলাদেশ রেলওয়ে। এটি যাত্রীদেরকে সাশ্রয়ী, নিরাপদ ও স্বল্প ব্যয়ে পরিবহন সেবা প্রদান করে।

উদ্দীপকে উলে-খ্য, এদেশে ব্রিটিশ আমল থেকে চলে আসা আরেকটি নিরাপদ ও সাশ্রয়ী গণপরিবহন সার্ভিস আছে। সহজ ও আরামদায়ক সেবা হওয়ায় যাত্রীদের কাছে এর চাহিদা বেশি। এ প্রতিষ্ঠানকে অন্য প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রতিযোগিতা করতে হয় না। তা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠানটি গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হয়নি। এ প্রতিষ্ঠানটি হলো বাংলাদেশ রেলওয়ে।

রেলওয়ে পরিবহন সেবা জনগণের কাছে আরও গ্রহণযোগ্য করে তুলতে এ সংস্থাকে বিশেষ পদক্ষেপ নিতে হবে। যাত্রীদের সুবিধার্থে এটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ, কেবিন সুবিধা ইত্যাদি বৃদ্ধি করতে পারে। ইন্টারনেটে ও মোবাইল ফোনের মাধ্যমে রেলের টিকিট সংগ্রহের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। স্বয়ংক্রিয় ও কম্পিউটারাইজড রেলসেবার উদ্যোগ ইতিমধ্যে নেয়া হয়েছে; যা যাত্রীদেরকে সুলভ মূল্যে এবং কম সময়ে দক্ষ রেল পরিবহন সেবা দিতে সহায়ক হবে। এতে যাত্রীদের থেকে রেলওয়ে পরিবহনের প্রতি স্থায়ীভাবে আস্থা ও সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব হবে। সুতরাং, রেলওয়ে প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকসেবার মান বৃদ্ধি অত্যন্ড় ফলপ্রসূ হবে।

প্রশ্ন ▶২ সরকার চায় দেশের সর্বত্র শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে। সরকার সাশ্রয়ী মূল্যে মানুষ ও পণ্য পরিবহনের কথা চিন্ড় করে সারাদেশে গণপরিবহন পরিচালনা করে আসছে। যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীন গণপরিবহন গণমানুষের সেবা দিতে আগ্রহী হলেও তাদের বাস ও ট্রাকের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় একবারেই কম বলে তা সম্ভব হচ্ছে না। *[রা. বো. ১৭]*

ক. বিআরটিসি কী? ১

খ. কোন ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য জনকল্যাণ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত শিল্প গড়ার ক্ষেত্রে সরকারের কোন উদ্দেশ্যের প্রতিফলন ঘটছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত গণপরিবহন জনগণকে আরও উন্নত সেবা দিতে পারবে কি? তোমার মতামত ব্যক্ত করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে সাশ্রয়ী মূল্যে সড়কপথে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে নিয়োজিত সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হলো বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা (Bangladesh Road & Transport Corporation) বলে।

খ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের মূল উদ্দেশ্য হলো জনকল্যাণ সাধন করা।

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় না বরং রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি ব্যক্তি যাতে উপকৃত হয়, তা নিশ্চিত করা। তবে এ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা অব্যাহত রাখার জন্য পরিচালন খরচ ওঠানোর চেষ্টা করে। এ ব্যবসায়ের মাধ্যমে জনকল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। তাই, রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের মূল উদ্দেশ্য হয় জনকল্যাণ সাধন করা।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত শিল্প গড়ার ক্ষেত্রে সরকারের 'সুষম শিল্পায়ন' উদ্দেশ্যের প্রতিফলন ঘটছে।

অনুন্নত দেশে প্রয়োজনীয় মূলধন ও উদ্যোগের অভাবে ব্যক্তিমালিকানায় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে না। তাই সরকার নিজে উদ্যোগী হয়ে দেশে দ্রুত শিল্পায়নের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। এটি হয় সুষম শিল্পায়ন।

উদ্দীপকে উলে-খ্য, সরকার দেশের সর্বত্র শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চায়। সরকারের এরূপ উদ্যোগ অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের দ্রুত উন্নয়নে অবদান রাখে। অনুন্নত দেশগুলোতে সরকার এভাবে শিল্পায়ন ব্যবস্থা করতে চায়। এতে শিল্পায়ন খাতে দেশের সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন ও ব্যবহার হয়। এর ফলে সম্পদ কোনো একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির হাতে পুঞ্জিভূত হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। কারণ, সরকার নিজ উদ্যোগেই শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য অধিক পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করে থাকে। এভাবে সরকার শিল্প গড়ার ক্ষেত্রে সুষম শিল্পায়ন উদ্দেশ্যের প্রতিফলন ঘটাতে চায়।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত গণপরিবহন ব্যবস্থা 'বাংলাদেশ রেলওয়ে' জনগণকে উন্নত সেবা দিতে পারবে বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশ রেলওয়ে সরকারি মালিকানায় ও পরিচালনায় দেশের প্রধান গণপরিবহন সংস্থা হিসেবে কাজ করে। এর লক্ষ্য হলো রেল ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও জনগণকে নিরাপদ এবং স্বল্প ব্যয়ে পরিবহন সেবা প্রদান করা।

উদ্দীপকে উলে-খ্য, সরকার সাশ্রয়ী মূল্যে মানুষ ও পণ্য পরিবহনের কথা চিন্ড়া করে সারাদেশে গণপরিবহনের পরিচালনা করে আসছে। এখানে গণপরিবহন বলতে বাংলাদেশ রেলওয়ে ব্যবস্থাকে বোঝানো হয়েছে, যা অন্যান্য পরিবহনের চেয়ে অধিক নিরাপদ ও সাশ্রয়ী মূল্যে যাত্রীদের পরিবহন সেবা প্রদান করে।

বাংলাদেশ রেলওয়ে বর্তমানে কিছু নতুন মিশন বাস্ড়বায়নের চেষ্টা করছে, যা যাত্রীদের আরও উন্নত সেবা নিশ্চিত করবে। সরকার সারা দেশে রেলপথ ও স্টেশন অবকাঠামো উন্নত ও বৃদ্ধি করছে। নিরাপদ, গতিসম্পন্ন ও দক্ষ ট্রেন চালনা নিশ্চিত করছে, অর্থাৎ রেলওয়ে সেক্টর সরকারের পরিবহন পলিসি বাস্ড়বায়ন করছে, যা যাত্রীদের আরও সুলভ মূল্যে নিরাপদ পরিবহন সেবা নিশ্চিত করবে। এভাবে বাংলাদেশ রেলওয়ে জনগণকে আরও উন্নত সেবা দিতে পারবে।

প্রশ্ন ▶৩ দেশের জনগণের জন্য নিরাপদে যাতায়াত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য সংসদে আইন পাস করে। প্রতিষ্ঠানটি নানা রকম অব্যবস্থাপনার কারণে লোকসান দিতে থাকে। লোকসান কমানোর জন্য সরকার অন্যান্য বিকল্পের কথা চিন্ড়া করছে এবং সেবার মান বাড়ানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে। *[দি. বো. ১৭]*

ক. PPP বলতে কী বোঝায়? ১

খ. কীভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে কোন প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "দক্ষ ব্যবস্থাপনার অভাবই প্রতিষ্ঠানটির লোকসানের অন্যতম কারণ"– যুক্তি দেখাও। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারি-বেসরকারি যৌথ অর্থায়নে ও সহযোগিতায় গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায় কার্যক্রমকে PPP (Public Private Partnership) বা সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বভিত্তিক ব্যবসায় বলে।

খ যেসব প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থে গঠিত হয় এবং রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, তাকে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বলে।

দেশের প্রাকৃতিক সম্পদগুলো (তেল, গ্যাস, কয়লা প্রভৃতি) খনি থেকে উত্তোলন করে বেসরকারিভাবে ব্যবসায় করা খুবই ব্যয়বহুল, এমনকি ঝুঁকিপূর্ণ। তাই রাষ্ট্র এসব খনিজসম্পদ উত্তোলন ও পরিশোধন করে। প্রাকৃতিক সম্পদের যাতে সদ্ব্যবহার হয় সেজন্য সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে।

গ উদ্দীপকে BRTC (Bangladesh Road Transport Corporation) প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে।

সাশ্রয়ী মূল্যে সড়কপথে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হলো BRTC। এটি একটি গণপরিবহন সংস্থা হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। এ পরিবহন সংস্থাকে আরও শক্তিশালী ও সেবাধর্মী করে গড়ে তোলার জন্য সরকার বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে।

উদ্দীপকে উলে-খ্য, দেশের জনগণের জন্য নিরাপদ যাতায়াত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য সংসদে আইন পাস করে; যা স্বাধীনতার পর আরও সেবাধর্মী পরিবহন সংস্থা হিসেবে গড়ে ওঠে। এর উদ্দেশ্য হলো পরিবহন ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতকে সহায়তা এবং নতুন নতুন যাত্রাপথ চালু করা; যাতে ন্যায্য ও স্বল্প ভাড়ায় যাত্রীরা দক্ষ ও নিরাপদ পরিবহন সেবা পায়। এসব বৈশিষ্ট্য BRTC প্রতিষ্ঠানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং, উদ্দীপকে BRTC প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে।

ঘ "দক্ষ ব্যবস্থাপনার অভাবই প্রতিষ্ঠানটির লোকসানের অন্যতম কারণ"– BRTC প্রতিষ্ঠানের জন্য উক্তিটি যৌক্তিক।

পরিবহন খাতে নিরাপত্তা বৃদ্ধি, দুর্ঘটনা হ্রাস ও পরিবেশ দূষণ রোধের জন্য BRTC পরিবহন ব্যবস্থা চালু করা হয়। কিন্তু দক্ষ ব্যবস্থাপনার অভাবে এটির উদ্দেশ্যগুলো বাস্ড়বায়নে সমস্যা হচ্ছে।

উদ্দীপকে উলে-খ্য, সরকার দেশের জনগণের নিরাপদ যাতায়াত ব্যবস্থার জন্য গণপরিবহন সংস্থা BRTC প্রতিষ্ঠা করে। প্রতিষ্ঠানটি নানা অব্যবস্থাপনার কারণে লোকসান হতে থাকে। লোকসান কমানোর জন্য সরকার বিভিন্ন বিকল্পের ব্যবস্থার কথা চিন্ড়া করছে এবং সেবার মান বাড়ানোর চেষ্টা করছে।

BRTC সংস্থাটি বর্তমানে অদক্ষতার কারণে পরিবহন ব্যবসায়ে লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছে। প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় এটি মানসম্মত ও সাশ্রয়ী পরিবহন সেবা দিতে হিমশিম খাচ্ছে। এতে সরকার ও বেসরকারি খাতের মধ্যে সম্পর্কেরও অবসান ঘটছে। এটি লোকসানের সম্মুখীন হওয়ায় দেশের পর্যটন ব্যবস্থাও দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাই বলা যায়, অদক্ষ ব্যবস্থাপনার কারণেই BRTC পরিবহন সংস্থা লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছে।

প্রশ্ন ▶৪ জনাব আহম্মেদ আলী একজন সরকারি চাকরিজীবী। বাজারে যখন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য ব্যাপকভাবে বেড়ে যায় তখন জনাব আহম্মেদ আলীর প্রতিষ্ঠান কম মূল্যে পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে। এতে জনগণ উপকৃত হয়। এ প্রতিষ্ঠানটি মুনাফার কথা বিবেচনা না করে জনকল্যাণকেই প্রাধান্য দেয়। *[রা. বো., কু. বো. ১৭]*

ক. ব্যবসায় কী? ১

খ. বায়িং হাউজ বলতে কী বোঝ? ২

গ. জনাব আহম্মেদ আলীর প্রতিষ্ঠানের নাম কী? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা উচিত কি না? যুক্তিসহ লেখো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বৈধভাবে পরিচালিত যাবতীয় অর্থনৈতিক কাজকে (যেমন: উৎপাদন, ক্রয়, বিক্রয়) ব্যবসায় বলে।

খ বায়িং হাউজ হলো আমদানিকারক ও উৎপাদনকারীর মাঝে অবস্থানকারী কমিশনভোগী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান।

বায়িং হাউজ প্রতিষ্ঠান আমদানিকারক ও উৎপাদনকারী উভয় পক্ষের প্রতি মধ্যস্থকারী হিসেবে কাজ করে। এটি উভয়পক্ষের পণ্য সরবরাহের দায়িত্ব পালন করে। এটি ক্রেতাদের সাথে চুক্তি সাপেক্ষে প্রস্তুতকারকের মাধ্যমে পণ্য তৈরি করে তা সরবরাহের দায়িত্ব পালন করে।

গ উদ্দীপকের জনাব আহম্মেদ আলীর প্রতিষ্ঠানের নাম রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সংগঠন।

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় রাষ্ট্র কর্তৃক গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এ ব্যবসায়ের মূল উদ্দেশ্য হলো জনকল্যাণ। এ ব্যবসায় মূলত সরকারি নিয়ম-কানুন পালন করে গঠন করা হয়।

উদ্দীপকের জনাব আহম্মেদ আলী একজন সরকারি চাকরিজীবী। বাজারে যখন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য ব্যাপকভাবে বেড়ে যায় তখন জনাব আহম্মেদ আলীর প্রতিষ্ঠান কমমূল্যে পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে। এতে জনগণ উপকৃত হয়। এ প্রতিষ্ঠানটি মুনাফার কথা বিবেচনা না করে জনকল্যাণকেই প্রাধান্য দেয়। রাষ্ট্রীয় মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত এরূপ সরকারি প্রতিষ্ঠান জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। এরূপ প্রতিষ্ঠান জনকল্যাণে তাদের ন্যায্যমূল্যে উন্নতমানের পণ্য ও সেবা সরবরাহ নিশ্চিত করে। এসব কার্যক্রম রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সংগঠন দ্বারা সম্পাদিত হয়। তাই বলা যায়, জনাব আহম্মেদ আলীর প্রতিষ্ঠানটি রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য উদ্দীপকের বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা উচিত।

সম্পদের সুষম বণ্টন ও জণকল্যাণের উদ্দেশ্য নিয়ে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় পরিচালিত হয়। এর মাধ্যমে দেশের একচেটিয়া ব্যবসায় রোধ হয় এবং সুষম শিল্পায়ন সম্ভব হয়।

উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়। বাজারে দ্রব্যমূল্য বেড়ে গেলে প্রতিষ্ঠানটি কম মূল্যে পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে। এতে জনগণ উপকৃত হয়। প্রতিষ্ঠানটি জনকল্যাণকে প্রাধান্য দিয়েই এরূপ কাজ করছে।

উক্ত প্রতিষ্ঠান তাদের কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণ করলে অন্যান্য এলাকার জনগণও ন্যায্যমূল্যে পণ্য ক্রয় করে উপকৃত হবে। এছাড়া প্রতিষ্ঠানটি সম্প্রসারণের ফলে সেখানে অনেক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এতে তারা নিজেদের অর্থনৈতিক কল্যাণের পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় কল্যাণে তাদের শ্রম ব্যয় করতে পারবে। এভাবে দেশের একচেটিয়া ব্যবসায় রোধ হবে এবং সুষম শিল্পায়ন সম্ভব হবে। দেশের সম্পদ কিছু লোকের হাতে পুঞ্জিভূত না থেকে তা ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে সঞ্চালিত হবে। এভাবে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে। তাই আমি মনে করি, প্রতিষ্ঠানটি আরও সম্প্রসারণ করা উচিত।

প্রশ্ন ▶৫ কক্সবাজার বাংলাদেশের অন্যতম পর্যটন নগরী। এখানে সরকারি-বেসরকারি অসংখ্য হোটেল-মোটেল রয়েছে। এখানে বেসরকারি উদ্যোগে বেশকিছু পাঁচতারা হোটেল স্থাপিত হলেও সরকারি সংস্থার অধীনে পরিচালিত হোটেলগুলোর গ্রহণযোগ্যতা মানুষের কাছে অনেক বেশি। বর্তমানে কক্সবাজারে যাওয়ার সুযোগ সড়কপথের বাইরে খুব সীমিত। সাধারণ পর্যটকদের কথা বিবেচনা করে একচেটিয়াভাবে পরিচালিত সরকারের গণপরিবহনের সুযোগ চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা জরুরি। এর ফলে দেশের এ পর্যটন নগরী আরও সমৃদ্ধি অর্জন করবে। *[কু. বো. ১৭]*

ক. চুক্তিপত্র কী? ১

খ. কপিরাইট বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সরকারি হোটেল-মোটেলগুলো কোন সংস্থার অধীন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে যে গণপরিবহনের সম্প্রসারণ কক্সবাজার পর্যন্ত করার কথা বলা হয়েছে তার আবশ্যকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যে পত্রের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করে তাকে চুক্তিপত্র বলে।

খ লেখক বা শিল্পী কর্তৃক তার সৃষ্টকর্মের ওপর একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থায়ী আইনগত অধিকারকে কপিরাইট বলে।

কপিরাইট একটি আইনগত ধারণা। এর উদ্দেশ্য হলো সৃষ্টকর্ম নকল থেকে রক্ষা করে প্রকৃত লেখক, শিল্পী বা স্বত্বাধিকারীর স্বার্থ সুরক্ষা করা। কপিরাইট আইন অনুযায়ী একজন উদ্ভাবক তার বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তির ওপর পূর্ণ অধিকার লাভ করেন। সাধারণত বই, প্রবন্ধ, নৃত্য, সংগীত কৌশল ইত্যাদি বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ কপিরাইটের অন্তর্ভুক্ত।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সরকারি হোটেল-মোটেলগুলো বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের অধীন।

বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের বিকাশে নেতৃত্বদান, হোটেল-মোটেল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারি প্রতিষ্ঠান হলো বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন সংস্থা। এর উদ্দেশ্য হলো পর্যটন সেবার উন্নতি সাধন, প্রসারে সহায়তা করা।

উদ্দীপকে উলে-খ্য, কক্সবাজার বাংলাদেশের অন্যতম পর্যটন নগরী। এখানে সরকারি-বেসরকারি অসংখ্য হোটেল-মোটেল আছে। বেসরকারি উদ্যোগে বেশকিছু পাঁচতারা হোটেল স্থাপিত হলেও সরকারি সংস্থার অধীনে পরিচালিত হোটেলগুলোর গ্রহণযোগ্যতা মানুষের কাছে অনেক বেশি। এ হোটেল-মোটেলগুলো একটি সরকারি সংস্থার অধীনে পরিচালিত হয়। এ সংস্থা মূলত জনগণের মধ্যে পর্যটনের আগ্রহ সৃষ্টি করতে এর অবকাঠামোগত উন্নয়ন করে থাকে। পর্যটন খাতকে আরও এগিয়ে নেওয়ার স্বার্থে এটি কাজ করে। এসব কাজ বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন সংস্থা করে থাকে। সুতরাং, উদ্দীপকে বর্ণিত হোটেল-মোটেলগুলো বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন সংস্থার অন্তর্ভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকে গণপরিবহন হিসেবে 'বাংলাদেশ রেলওয়ে' কক্সবাজার পর্যন্ত সম্প্রসারণ করার কথা বলা হয়েছে, যা পরিবহন সেক্টরে অত্যন্ত আবশ্যক।

সরকারি মালিকানায় ও পরিচালনায় দেশের প্রধান পরিবহন সংস্থা হলো বাংলাদেশ রেলওয়ে। এর লক্ষ্য হলো সরকারের উন্নয়ন কৌশলের সাথে মিল রেখে রেল ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণকে নিরাপদ ও সাশ্রয়ী মূল্যে পরিবহন সেবা প্রদান করা।

উদ্দীপকে উলে-খ্য, বর্তমানে পর্যটন নগরী কক্সবাজারে যাওয়ার সুযোগ সড়কপথের বাইরে খুব সীমিত। সাধারণ পর্যটকদের কথা বিবেচনা করে সরকারের গণপরিবহনের সুযোগ চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা জরুরি। এখানে সরকারের গণপরিবহন বলতে বাংলাদেশ রেলওয়েকে বোঝানো হয়েছে।

চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত রেলওয়ে সম্প্রসারণ করলে পর্যটকরা আরও দ্রুত ও সহজে পর্যটন এলাকায় পৌঁছাতে পারবে। সড়ক ব্যবস্থায় পরিবহন ক্ষেত্রে যে অতিরিক্ত দুর্ঘটনা হয় রেলপথে এর মাত্রা

খুবই কম। তাই যাত্রীরা নিরাপদ ও সাশ্রয়ী মূল্যে পরিবহন সেবা পেয়ে উপকৃত হবে। চট্টগ্রাম বিভাগের বাইরের অঞ্চলের পর্যটকদেরও কক্সবাজার এলাকা ভ্রমণে আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে দেশের এ পর্যটন নগরী আরও সমৃদ্ধি অর্জন করবে। তাই বলা যায়, রেলওয়ে পরিবহনের সম্প্রসারণ কক্সবাজার পর্যন্ড় করা আবশ্যক।

প্রশ্ন ▶৬ বাংলাদেশ সরকার তার নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার ট্রেন সার্ভিস চালু করার প্রকল্প বাস্ড়বায়ন করছে, যাতে পর্যটকগণ নিরাপদে ও আরামে কক্সবাজার যেতে পারে। অপরদিকে সরকার নিজস্ব বিনিয়োগের পাশাপাশি বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের সহায়তায় ঢাকা-চট্টগ্রাম বুলেট ট্রেন সার্ভিস দেওয়ার জন্য একটি নতুন ব্যবসায় গঠন করার উদ্যোগ নিয়েছে। *[সি. বো. ১৭]*

ক. ওয়াসা কী? ১

খ. কেন রাষ্ট্রীয় মালিকানায় ব্যবসায় গঠিত হয়? ২

গ. উদ্দীপকে পর্যটকদের নিরাপদ ও সহজ যাতায়াতের জন্য সরকারের কোন প্রতিষ্ঠান প্রকল্প বাস্ড়বায়ন করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. পদ্মা সেতুর অপর পাড়ে বৃহদায়তন আন্ড়র্জাতিক বিমানবন্দর নির্মাণে উদ্দীপকে উলি-খিত নতুন ব্যবসায়ের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের মেট্রোপলিটন শহরে পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা প্রদানের দায়িত্ব পালনকারী সরকারি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের নাম হলো ওয়াসা বা (Water Supply and Sewerage Authority)।

খ রাষ্ট্রীয় মালিকানায় ব্যবসায় গঠনের মূল উদ্দেশ্য হলো জনকল্যাণ। দেশের জনগণের স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি কল্যাণের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় গঠন করা হয়। এজন্য জননিরাপত্তামূলক বিষয় ও গুর“ত্বপূর্ণ বিষয়ের উৎপাদন ও বণ্টন রাষ্ট্রীয় মালিকানায় করা হয়। আবার জনস্বার্থে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখতেও অনেক ব্যবসায় রাষ্ট্রীয় মালিকানায় পরিচালনা করা হয়।

গ উদ্দীপকে পর্যটকদের নিরাপদ ও সহজ যাতায়াতের জন্য সরকারের বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রতিষ্ঠান প্রকল্পটি বাস্ড়বায়ন করেন।

রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলে সাশ্রয়ী মূল্যে যাত্রী ও মালামাল পরিবহন সুবিধা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ে সরকারি মালিকানায় পরিচালিত হচ্ছে। এটি বাংলাদেশের সরকারি মালিকানায় প্রধান পরিবহন সংস্থা।

উদ্দীপকে বাংলাদেশ সরকার দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য দেশের পর্যটন খাতের উন্নয়ন করতে চাচ্ছেন। এ লক্ষ্যে সরকার চট্টগ্রাম-কক্সবাজারের ট্রেন সার্ভিস চালু করার প্রকল্প বাস্ড়বায়ন করছে। এতে পর্যটকগণ নিরাপদে ও আরামে কক্সবাজার যেতে পারে। এতে কক্সবাজারে পর্যটকদের আসার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। এসব কাজ বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রতিষ্ঠান করে থাকে। তাই বলা যায়, সরকার পর্যকটদের নিরাপদ ও সহজ যাতায়াতের জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রকল্পটি বাস্ড়বায়ন করছে।

ঘ পদ্মা সেতুর অপর পাড়ে বৃহদায়তন আন্ড়র্জাতিক বিমানবন্দর নির্মাণে উদ্দীপকে উলি-খিত সরকারি-বেসরকারি অংশীদারি ব্যবসায় গুর“ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারি ব্যবসায় হলো দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারি ব্যবসায়। এখানে জনগণকে সেবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বেসরকারি খাত সরকারের সাথে চুক্তি করে। এরপর এরপর যৌথভাবে মূলধন বিনিয়োগ করে।

উদ্দীপকে সরকার ঢাকা-চট্টগ্রাম বুলেট ট্রেন সার্ভিস চালু করার জন্য এতে দেশীয় বেসরকারি উদ্যোক্তাদের আহ্বান জানায়। এতে সরকারের আর্থিক চাপ কিছুটা কমবে। পাশাপাশি বেসরকারি বিনিয়োগকারীরাও নিরাপদে তাদের অর্থ বিনিয়োগ করতে পারবে।

এ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারি ব্যবসায়ের মাধ্যমে পদ্মা সেতুর অপর পাড়ে বৃহদায়তন আন্ড়র্জাতিক বিমানবন্দর নির্মাণ করা সম্ভব। এক্ষেত্রে সরকারের আর্থিক চাপ হ্রাসের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোও কম ঝুঁকিতে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগে অংশ নিতে পারবে। তাছাড়া যৌথ উদ্যোগে বৃহদায়তন আন্ড়র্জাতিক বিমানবন্দর নির্মাণ করা হলে দ্র“ত কাজ সম্পন্ন হবে। তাই বলা যায়, পদ্মা সেতুর অপর পাড়ে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারি ব্যবসায়ের মাধ্যমে আন্ড়র্জাতিক বিমানবন্দর নির্মাণ করা ফলপ্রসূ হবে।

প্রশ্ন ▶৭ মিসেস হাসনাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। সপরিবারে ঢাকায় থাকেন। আসন্ন ঈদে গ্রামের বাড়ি যাওয়ার সিদ্ধান্ড় নিয়েছেন। কিন্তু যানবাহনের কথা ভেবে চিন্ড়িত। যদিও বেসরকারি বাসের পাশাপাশি বাংলাদেশের জনগণের নিরাপদে ও সুলভে যাতায়াতের জন্য দু'ধরনের বিশেষ সংস্থা আছে। সেবার মান নিয়ে কিছু অভিযোগ আছে। সংস্থা দু'টি লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত নয়। সরকার সংস্থা দু'টির লোকসান কমানো এবং সেবার মান বাড়ানোর চিন্ড়া করছে। এছাড়া নতুন 'র“ট' চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে। সেজন্য সরকার প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করেছে।*[য. বো. ১৭]*

ক. ওয়াসা কী? ১

খ. জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিশেষ সংস্থা দু'টি কী? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. একচেটিয়া ব্যবসায় রোধে উদ্দীপকের সংস্থা দু'টির ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের মেট্রোপলিটন শহরে পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা প্রদানের দায়িত্ব পালনকারী সরকারি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের নাম হলো ওয়াসা (Water Supply and Sewerage Authority)।

খ জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান বলতে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সংগঠনকে বোঝায়।

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় এমন একটি সংগঠন, যা জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে গঠিত ও পরিচালিত হয়। স্বল্প ব্যয়ে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে এটি মৌলিক নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করে। জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন খাতগুলো হলো– ওয়াসা, রেলওয়ে, ডাক ও তার প্রভৃতি।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত বিশেষ সংস্থা দুটো হলো বিআরটিসি ও বাংলাদেশ রেলওয়ে।

সাশ্রয়ী মূল্যে সড়কপথে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হলো বিআরটিসি। আর, সরকারি মালিকানায় ও পরিচালনায় দেশের প্রধান পরিবহন সংস্থা হলো বাংলদেশ রেলওয়ে। উভয় প্রতিষ্ঠান জনকল্যাণের উদ্দেশ্য নিয়েই কাজ করে।

উদ্দীপকে উলে-খ্য, বেসরকারি বাসের পাশাপাশি বাংলাদেশের জনগণের নিরাপদে ও সুলভে যাতায়াতের জন্য দু'ধরনের বিশেষ সংস্থা আছে। এ সংস্থা দু'টি লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত নয়। এর একটি হলো BRTC (Bangladesh Road Transport Corporation)। যা ন্যায্য ও স্বল্প ভাড়ায় নিরাপদ, বিশ্বস্ড় ও দক্ষ পরিবহন সেবা প্রদান

করে এবং নতুন নতুন যাত্রাপথ চালু করে। অপরটি হলো বাংলাদেশ রেলওয়ে। এটি নিরাপদ, বিশ্বস্ত, স্বল্প ব্যয়সাপেক্ষ ও সময় সাশ্রয়ী পরিবহন সেবা প্রদান করে। এ উভয় প্রকার সংস্থাই জনগণের সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা ও কল্যাণের নিমিত্তে সেবা পরিবহন সেবা দিচ্ছে।

ঘ একচেটিয়া ব্যবসায় রোধে উদ্দীপকের সংস্থা দুটি (বিআরটিসি ও বাংলাদেশ রেলওয়ে) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বিআরটিসি এবং বাংলাদেশ রেলওয়ে দু'টিই অলাভজনক পরিবহন সংস্থা হিসেবে পরিচিত। এটি জনকল্যাণের উদ্দেশ্য নিয়েই কাজ করে। উদ্দীপকে উলে-খ্য, BRTC ও বাংলাদেশ রেলওয়ে এ বিশেষ সংস্থা দু'টি জনগণের নিরাপত্তা ও কম ব্যয়ে যাতায়াত নিশ্চিত করে। সরকার সংস্থা দু'টির লোকসান কমানো এবং সেবার মান বাড়ানোর চিন্তা করছে। এছাড়া নতুন 'রুট' চালু করার উদ্যোগ নিয়ে সরকার প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করেছে।

এ ধরনের উদ্যোগ নেওয়ার ফলে সংস্থা দুটি তাদের সেবার মানকে আরও উন্নত করবে। তারা সাশ্রয়ী মূল্যে জনগণকে পরিবহন সেবা দিবে। বেসরকারি পরিবহন সংস্থা যে অধিক মুনাফার্জনের জন্য সেবামূল্য বাড়ায়, এতে জনগণ ভোগান্তির শিকার হয়। এরূপ একচেটিয়া ব্যবসায় উক্ত সরকারি সংস্থা দু'টির সাথে টিকে থাকতে ব্যর্থ হবে। কারণ জনগণ তাদের নিরাপত্তায় সাশ্রয়ী পরিবহন সেবাই গ্রহণ করবে। সুতরাং, একচেটিয়া ব্যবসায় রোধে উক্ত সংস্থা দু'টি এভাবে অবদান রাখবে।

প্রশ্ন ▶৮ প্রযুক্তি এবং প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাবের কারণে একটি দেশের সরকার একটি বিদেশি নির্মাণ কোম্পানির সাথে যৌথভাবে সে দেশের একটি শহরে পাতাল রেলপথ তৈরি করল। দেশটির সরকার মূলধনের সংস্থান করল। বিদেশি কোম্পানিটি এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকবে। ১০ বছর পর সেদেশের সরকার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। *[ব. বো. ১৭]*

ক. রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় কী? ১

খ. পিপিপি (সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব) বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে কোন ধরনের পিপিপি'র বর্ণনা আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তোমার জয়, আমার জয়– সরকার এবং বিদেশি কোম্পানি উভয়ের জন্য এটি এ ধরনের একটি সম্পর্ক – তুমি কি একমত? বিশদভাবে ব্যাখ্যা করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থে গঠিত হয় অথবা ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানকে সম্পূর্ণ বা আংশিক জাতীয়করণের মাধ্যমে রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, ঐসব প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বলা হয়।

খ সরকারি-বেসরকারি যৌথ অর্থায়নে ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়কে পিপিপি বলে।

PPP হলো Public Private Partnership বা সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বভিত্তিক ব্যবসায়। বৃহদায়তন অবকাঠামো নির্মাণ, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সেবা প্রতিষ্ঠান গঠনে এরূপ ব্যবসায় কার্যকর। এতে উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটে ও সরকারের আর্থিক চাপ কমে।

গ উদ্দীপকে BOOT (বিওওটি) পিপিপি এর বর্ণনা আছে।

BOOT হলো নির্মাণ (Building), মালিকানা (Ownership), পরিচালনা (Operating) ও হস্তান্তর (Transfer) এর সমন্বিত রূপ, যা পর্যায়ক্রমে সংঘটিত হয়। অর্থাৎ যৌথ উদ্যোগে নির্মিত হয়, সবাই মালিকানা পায়, একত্রে পরিচালনা করে ও একপর্যায়ে মালিকানা সরকারি খাতে স্থানান্তরিত হয়।

উদ্দীপকে উলে-খ্য প্রযুক্তি এবং প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাবের কারণে একটি দেশের সরকার একটি বিদেশি নির্মাণ কোম্পানির সাথে যৌথভাবে সে দেশের একটি শহরে পাতাল রেলপথ তৈরি করল। দেশটির সরকার মূলধন সংস্থান করেছে। আর বিদেশি কোম্পানিটি এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকবে। ১০ বছর পর দেশের সরকার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিবে। সুতরাং এখানে পর্যায়ক্রমিকভাবে যৌথ উদ্যোগে নির্মাণ হয়েছে, মালিকানা পেয়েছে, একত্রে পরিচালনা হচ্ছে এবং ১০ বছর পর মালিকানা সরকারি খাতে হস্তান্তর হবে। এসব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সরকারি-বেসরকরি অংশীদারিত্ব BOOT-এর আওতায় পড়ে। সুতরাং, উদ্দীপকে BOOT পিপিপি'র বর্ণনা আছে বলা যায়।

ঘ 'তোমার জয়, আমার জয়'– সরকার ও বিদেশি কোম্পানি উভয়ের জন্য পিপিপি এ ধরনের একটি সম্পর্ক– আমি এ বক্তব্যর সাথে একমত।

পিপিপি হলো দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারি ব্যবস্থা, যেখানে জনগণকে সেবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বেসরকারি খাত সরকারের সাথে চুক্তি করে যৌথভাবে মূলধন বিনিয়োগ করে।

উদ্দীপকে একটি দেশের সরকার একটি বিদেশি নির্মাণ কোম্পানির সাথে যৌথভাবে সেদেশের জন্য একটি পাতাল রেলপথ তৈরি করল। যৌথ প্রচেষ্টায় নির্মাণ কাজটি দ্রুত ও দক্ষভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এতে উভয়ের মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটেছে এবং সেই সাথে সরকারের আর্থিক চাপও হ্রাস পেয়েছে।

অন্যদিকে এ উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা ও সেবাখাত উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে মিলে সরকার অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে যৌথ উদ্যোগে এ পিপিপি ব্যবসায় পরিচালনা করতে পারে। ফলে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও তুলনামূলকভাবে কম ঝুঁকিতে ও সরকারি রাজস্ব সুবিধা ভোগ করে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগে অংশ নিতে পারে। যা দেশ সেবায় তাদের সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে। সুতরাং তোমার জয়, আমার জয়– এ ধারণাটি পিপিপি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এ ধরনেরই একটি সম্পর্ক বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶৯ 'X' বাংলাদেশের একটি অনুন্নত অঞ্চল। অবকাঠামোসহ অন্যান্য অসুবিধার জন্য ঐ অঞ্চলে উলে-খ করার মতো কোনো মিল-কারখানা গড়ে ওঠেনি। তাই শুধু মুনাফার কথা না ভেবে দেশের সুষম উন্নয়নের জন্য 'X' অঞ্চলে মিল-কারখানা গড়ে তোলার বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। *[ঢা. বো. ১৬]*

ক. সামাজিক ব্যবসায় কী? ১

খ. 'বিমা হচ্ছে সদ্বিশ্বাসের চুক্তি'– ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মালিকানার ভিত্তিতে 'X' অঞ্চলে কোন ধরনের ব্যবসায় সংগঠন উপযোগী? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'X' অঞ্চলে পরিকল্পিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্যই হবে জনকল্যাণ– উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগকারীদের লভ্যাংশ প্রাপ্তির কোনো প্রত্যাশা থাকে না বরং সমাজের কল্যাণ ও দারিদ্র্য দূরীকরণের উদ্দেশ্যে গঠন করা হয় তাকে সামাজিক ব্যবসায় বলে।

খ চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাস বলতে বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতার মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাসের সম্পর্ক থাকা বোঝায়।

বিমার ক্ষেত্রে বিমাগ্রহীতা বিমার বিষয়বস্তু সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বিমাকারীকে অবহিত করে। বিমাকারী বিমা চুক্তির শর্তসমূহ সম্পূর্ণভাবে বিমাগ্রহীতাকে জানায়। এতে উভয়পক্ষ ধরে নেয় প্রয়োজনীয় সব তথ্য তারা একে অপরকে অবহিত করেছে। এ

বিশ্বাসের মাধ্যমে তাদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হয় বলে বিমা চুক্তিকে চূড়ান্ড় সদ্বিশ্বাসের চুক্তি বলা হয়।

গ উদ্দীপকে মালিকানার ভিত্তিতে 'X' অঞ্চলে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় উপযোগী।
রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় রাষ্ট্র কর্তৃক গঠিত বা পরবর্তী সময়ে জাতীয়করণকৃত কোনো ব্যবসায়ে মালিকানা, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রের অধীনে থাকে। জনকল্যাণ এর মূল উদ্দেশ্য। অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ও সম্পদের সুষম বণ্টনে এ ব্যবসায় কাজ করে।
উদ্দীপকে 'X' বাংলাদেশের একটি অনুন্নত অঞ্চল। অবকাঠামোসহ অন্যান্য সুবিধার জন্য ঐ অঞ্চলে উলে-খ করার মতো কোনো মিল-কারখানা গড়ে ওঠেনি। 'X' অঞ্চলটির সুষম উন্নয়ন হয়নি। তাই মুনাফা নয় বরং এলাকার উন্নয়ন ও জনকল্যাণের জন্য এ অঞ্চলে ব্যবসায় গঠন অপরিহার্য। এতে ঐ অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে, যা রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের মাধ্যমে সম্ভব।

ঘ 'X' অঞ্চলে পরিকল্পিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্যই হবে জনকল্যাণ।
রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের মূল উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন নয় বরং জনকল্যাণ। এ ব্যবসায়ের অন্যতম বিবেচ্য হলো এলাকার উন্নয়ন, শ্রমিক-কর্মীর উন্নয়ন এবং সমাজের প্রত্যেকের কল্যাণ সাধন। এ ব্যবসায়ের মাধ্যমে একচেটিয়া ব্যবসায় রোধ এবং আয়ের সুষম বণ্টন হয়।
উদ্দীপকে 'X' অঞ্চলটিতে অবকাঠামোগত সুবিধা নেই। কারণ এখানে উলে-খ করার মতো কোনো মিল-কারখানা গড়ে ওঠেনি। তাই মুনাফা নয়, দেশের সুষম উন্নয়নের জন্য 'X' অঞ্চলে মিল-কারখানা গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।
বিষয়বস্তু অনুযায়ী বলা যায়, সরকার 'X' অঞ্চলে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় গঠনের পরিকল্পনা নিয়েছে। ফলে ঐ অঞ্চলের সুষম উন্নয়ন যেমন হবে তেমনি অবকাঠামোর উন্নয়নও ঘটবে। মিল-কারখানা গড়ে তুললে 'X' অঞ্চলের জনগণের কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে। এতে তারা আর্থিকভাবে লাভবান হবে, যা সার্বিকভাবে জনকল্যাণ।

প্রশ্ন ▶১০ জনাব শফি তার পরিবার নিয়ে শীতকালীন ছুটিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বেড়াতে যান। যাত্রার শুর"তে তিনি পরিবার নিয়ে ঢাকা থেকে রেলপথে চট্টগ্রাম যান। ঢাকার বিমানবন্দর রেলস্টেশন থেকে ট্রেন যাত্রা শুর" করে, পথে কোথাও না থেমে চট্টগ্রাম পৌঁছে। তার পরিবার ভ্রমণটি খুব উপভোগ করে এবং কর্তৃপক্ষের সেবায় তারা সন্তুষ্ট। চট্টগ্রাম থেকে সড়কপথে তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়-পর্বত, প্রাকৃতিক ঝর্ণা তাদের বিমোহিত করে। জনাব শফি চিন্ড়া করলেন পার্বত্য এলাকায় পর্যাপ্ত আবাসিক সুবিধা, উন্নত যাতায়াত ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারলে দেশি-বিদেশি দর্শনার্থীদের জন্য আরও আকর্ষণীয় হবে। পাশাপাশি সরকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করতে পারবে। *[দি. বো. ১৬]*

ক. BRTC-এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. কোন ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য জনকল্যাণ? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে জনাব শফি ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যেতে যে যাত্রাপথ ব্যবহার করেছেন তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. জনাব শফির চিন্ড়া বাস্ড়বায়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত যে প্রতিষ্ঠানটি ভূমিকা রাখতে পারে– উদ্দীপকের আলোকে তার কার্যকারিতা বিশে-ষণ করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক BRTC-এর পূর্ণরূপ হলো Bangladesh Road Transport Corporation.
খ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের মূল উদ্দেশ্য হলো জনকল্যাণ সাধন করা।
রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় না বরং এরূপ ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য হলো রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি ব্যক্তি যাতে উপকৃত হয়, তা নিশ্চিত করা। তবে প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা অব্যাহত রাখার জন্য পরিচালনা খরচ ওঠানোর চেষ্টা করে এ ব্যবসায়। এ ব্যবসায়ের মাধ্যমে জনকল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। তাই বলা যায়, রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের মূল উদ্দেশ্য হলো জনকল্যাণ সাধন করা।

গ উদ্দীপকে জনাব শফি ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যেতে ট্রেনের যাত্রাপথ ব্যবহার করেছেন যা বাংলাদেশ রেলওয়ের অধীন।
সরকারি মালিকানা ও পরিচালনায় দেশের প্রধান সংস্থা হলো বাংলাদেশ রেলওয়ে। এর লক্ষ্য হলো রেল ব্যবস্থার যথাযথ আধুনিকায়ন, সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণ করা। এছাড়া নিরাপদ ও স্বল্প ব্যয়সাপেক্ষ এবং সময় সাশ্রয়ী পরিবহন সেবা প্রদানও এর মুখ্য উদ্দেশ্য।
উদ্দীপকে শফি সপরিবারে ঢাকা থেকে রেলপথে চট্টগ্রাম যান। ঢাকার বিমানবন্দর রেলস্টেশন থেকে ট্রেনটি যাত্রা শুর" করে কোথাও না থেমে চট্টগ্রামে পৌঁছে। তার পরিবার ভ্রমণটি খুব উপভোগ করে এবং কর্তৃপক্ষের সেবায় তারা সন্তুষ্ট। বাংলাদেশ রেলওয়ের আধুনিক পরিবহন ব্যবস্থার কারণেই শফি ও তার পরিবার একটি নিরাপদ ভ্রমণ উপভোগ করতে পেরেছে।

ঘ উদ্দীপকে জনাব শফির চিন্ড়া বাস্ড়বায়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত যে প্রতিষ্ঠানটি ভূমিকা রাখতে পারে তা হলো বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন।
১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন একজন চেয়ারম্যান ও ৩ জন সার্বক্ষণিক পরিচালক নিয়ে গঠিত হয়। এরপর থেকেই এটি দেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।
উদ্দীপকে মি. শফি পরিবার নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বেড়াতে যান। সেখানকার পাহাড়-পর্বত, প্রাকৃতিক ঝর্ণা তাদের বিমোহিত করে। জনাব শফি চিন্ড়া করলেন পার্বত্য এলাকায় পর্যাপ্ত আবাসিক সুবিধা, উন্নত যাতায়াত ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারলে দেশি-বিদেশি দর্শনার্থীদের আরও আকৃষ্ট করা যাবে।
মি. শফির চিন্ড়া বাস্ড়বায়নে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এ সংস্থা পার্বত্য এলাকায় আবাসিক সুবিধা, উন্নত যাতায়াত ও নিরাপত্তা নিশ্চিতে সক্ষম। এতে ভ্রমণকারীর সংখ্যা ও রাজস্ব বাড়বে। ফলে পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটবে।

প্রশ্ন ▶১১ পূর্ব তিমুর সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রটি ঐ দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ড্রিম হ্যাভেন কোম্পানির সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়। সমগ্র মুনাফার ৪৯% মালিক হবে সরকার। চুক্তির শর্তানুযায়ী প্রতিষ্ঠানটি দেশের বিভিন্ন স্থানে রাস্ড়া, ব্রিজ, কালভার্ট নির্মাণ করবে এবং বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য গভীর সমুদ্রবন্দর স্থাপন করবে। পরবর্তীকালে চুক্তির শর্ত পরিবর্তন করে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা সরকারের নিজের হাতে রাখার সিদ্ধান্ড় গ্রহণ করে। *[সি. বো. ১৬]*

ক. রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় কী? ১
খ. বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প সংস্থা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের ড্রিম হ্যাভেন ব্যবসায়টি প্রাথমিক অবস্থায় কোন ধরনের ব্যবসায় সংগঠন ছিল? বর্ণনা করো। ৩
ঘ. ড্রিম হ্যাভেন ব্যবসায় সংগঠনটির নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা সরকারের নিজের হাতে রাখতে হলে চুক্তিতে কী ধরনের পরিবর্তন আনতে হবে? যুক্তিসহ তোমার মতামত দাও। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থে গঠিত হয় অথবা ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানকে সম্পূর্ণ বা আংশিক জাতীয়করণের মাধ্যমে রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, ঐসব প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বলা হয়।

খ যে সরকারি প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যসামগ্রী তৈরি ও সরবরাহ করে তাকে বাংলাদেশ রাসায়নিক শিল্প সংস্থা বলে।

বাংলাদেশ রাসায়নিক শিল্প সংস্থা বড় ও মাঝারি আকারে রাসায়নিক কারখানা পরিচালনা করে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শিল্পনীতির বাস্তবায়নে এটি সরকারকে সহায়তা করে। এটি শিল্পের মাধ্যমে ন্যায্যমূল্যে মানসম্মত পণ্য তৈরি করে ও কৃষিজ উৎপাদন সহায়ক পণ্যদ্রব্য সরবরাহ করে।

গ ড্রিম হ্যাভেন ব্যবসায়টি প্রাথমিক অবস্থায় প্রাইভেট পাবলিক পার্টনারশিপ (PPP) সংগঠন ছিল।

দেশের শিল্পায়ন বা জনসেবার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে অনেক দেশের সরকার প্রাইভেট সেক্টরকে উৎসাহিত করতে এ ধরনের ব্যবসায় গঠন করে। সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় PPP ব্যবসায়।

পূর্ব তিমুর সদ্য স্বাধীন হওয়া রাষ্ট্রটি ঐ দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য বিদ্যমান বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ড্রিম হ্যাভেনের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়। সমগ্র মুনাফার ৪৯% মালিক হবে সরকার। ৫১% মুনাফার মালিক হবে কোম্পানিটি। শর্তসাপেক্ষে কোম্পানিটি দেশের বিভিন্ন স্থানে রাস্তা, ব্রিজ, কালভার্ট নির্মাণ করবে। বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য গভীর সমুদ্রবন্দর স্থাপন করবে। চুক্তি অনুযায়ী যৌথভাবে প্রতিষ্ঠানটি কাজ করবে, যা পিপিপি ব্যবসায়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ঘ ড্রিম হ্যাভেন ব্যবসায় সংগঠনটির নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা সরকারের নিজের হাতে রাখতে হলে পিপিপি চুক্তির আওতায় নির্মাণ পরিচালনা হস্তান্তর (বিওটি) করতে হবে।

নির্মাণ পরিচালনা হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় একত্রে প্রকল্প নির্মাণ ও পরিচালনা চুক্তিবদ্ধ নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় থাকে। সময় উত্তীর্ণ হলে পরিচালনার দায়িত্ব সরকারের নিকট হস্তান্তর করা হয়। পিপিপির অধীনে থাকা কোনো ব্যবসায়কে চুক্তির মেয়াদ শেষে সরকারের মালিকানায় নিতে নির্মাণ পরিচালনা হস্তান্তর (BOT) চুক্তি সম্পাদন করতে হয় বেসরকারি মালিকের সাথে।

ড্রিম হ্যাভেন কোম্পানির সাথে স্বাধীনতা পরবর্তী দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে পূর্ব তিমুরের সরকার পিপিপি ব্যবসায় গড়ে তোলে। পিপিপির অধীনে দেশের বিভিন্ন রাস্তাঘাটে, ব্রিজ, কালভার্ট নির্মাণ করে প্রতিষ্ঠানটি।

প্রতিষ্ঠানটির কাজ শেষ হলে দেশটির সরকার তার মালিকানা সরকারের অধীনে রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে সরকারকে ড্রিম হ্যাভেন কোম্পানির মালিকের সাথে বিওটি (BOT) চুক্তি করতে হবে। এ চুক্তির আওতায় সরকারকে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের পাওনা ফেরত দিতে হবে। সুতরাং, ড্রিম হ্যাভেন কোম্পানিটির মালিকানা সরকারের অধীনে রাখতে হলে পূর্বের চুক্তির বাদ দিতে বিওটি চুক্তি সম্পাদন করতে হবে।

প্রশ্ন ▶১২ রকিব উদ্দিন একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা। সম্প্রতি সরকার তাকে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পরিচালক পদে নিয়োগ প্রদান করেছেন। প্রতিষ্ঠানটি ঢাকা শহরস্থ বাংলাদেশের সড়ক যোগাযোগ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ঢাকা ও গাজীপুরে এর দুটি ওয়ার্কশপ রয়েছে। এটি সারাদেশে যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের ক্ষেত্রে অবদান রাখছে। সম্প্রতি ঢাকা শহরে স্কুলে শিশুদের আনা-নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি সেবা দিচ্ছে। *[য. বো. ১৬]*

ক. রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় কী? ১

খ. রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য প্রায়ই ব্যর্থ হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের উলি-খিত রকিব উদ্দিন কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মরত রয়েছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের উলি-খিত প্রতিষ্ঠানটির সেবার মান সম্পর্কে তুমি কি সন্তুষ্ট? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থে গঠিত হয় অথবা ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানকে সম্পূর্ণ বা আংশিক জাতীয়করণের মাধ্যমে রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বলা হয়।

খ যেসব প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থে গঠিত হয় এবং রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বলে।

সম্পদের সুষম বণ্টন ও জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় গঠিত হলেও পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণগত সমস্যার কারণে এ খাত থেকে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। এছাড়া কাঙ্ক্ষিত মাত্রার ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ না থাকায় দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, ব্যাপক অপচয় ও শ্রমিক-কর্মীদের মধ্যে মারাত্মক হতাশার কারণে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য প্রায়শই ব্যর্থ হয়।

গ উদ্দীপকের রকিব উদ্দিন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থায় কর্মরত রয়েছেন।

উদ্দীপকে সরকারের ব্যবসায় হলো রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়। সরকার জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন খাতে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সংগঠন গড়ে তোলে।

রকিব উদ্দিন একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালক হিসেবে নিয়োগ পেলেন। প্রতিষ্ঠানটি সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশে সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে একমাত্র বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা বা বিআরটিসি ভূমিকা রাখে। রকিব উদ্দিনের এ বিআরটিসির ঢাকা ও গাজীপুর শহরে দুটি ওয়ার্কশপ আছে। বিআরটিসি সারাদেশে যাত্রী এবং মালামাল পরিবহন করে। ঢাকা শহরে প্রতিষ্ঠানটি স্কুলবাস চালু করেছে। সুতরাং, রকিব উদ্দিনের প্রতিষ্ঠানটি কাজ ও বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় নিঃসন্দেহে বাংলাদেশ সড়ক ও পরিবহন কর্পোরেশন।

ঘ বাংলাদেশ সড়ক ও পরিবহন কর্পোরেশনের সেবার মান সম্পর্কে আমি সন্তুষ্ট।

পুঁজিবাদী অর্থনীতি এবং একচেটিয়া ব্যবসায় থেকে জনগণকে রক্ষা করতে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় গঠিত হয়। এ ব্যবসায়ের প্রধান কাজ হলো সেবার মাধ্যমে জনকল্যাণ নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সংগঠন। ব্যবসায়টি পরিবহন সেবা প্রদান করে। প্রতিষ্ঠানটি পরিবহনের ক্ষেত্রে উন্নত মান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। সরকারি প্রতিষ্ঠান হওয়ায় এটি ন্যায্য ভাড়া নিয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠানটি দ্রুত ও আরামদায়ক সেবা প্রদান করে থাকে। সারা বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠানটির কাউন্টার আছে। দক্ষ কর্মীরা এগুলো পরিচালনা করে। প্রতিষ্ঠানটির প্রতিটি গাড়িতে দক্ষ এবং প্রশিক্ষিত চালক।

বাংলাদেশ সড়ক ও পরিবহন কর্পোরেশন নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যেও উন্নত সেবা প্রদান করছে। প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে পরিবহন বিশৃঙ্খলা অনেকাংশে কমেছে। সম্প্রতি প্রতিষ্ঠানটি নারী এবং শিশুদের জন্যও পরিবহন সেবা প্রদান করছে।

প্রশ্ন ▶১৩ বাংলাদেশের যানজট সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার মেট্রোরেল নির্মাণের প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এক্ষেত্রে

বাংলাদেশের সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে ইতালিয়ান থাই ডেভেলপমেন্ট পাবলিক কোম্পানি কাজ শুর" করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সুবিধাসহ বিভিন্ন সুবিধা ভোগের জন্য এ ধরনের ব্যবসায় কার্যক্রমে যুক্ত হচ্ছে। *[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]*

ক. কৃতিত্ব অর্জন চাহিদা কী? ১

খ. ন্যূনতম মূলধন কেন সংগ্রহ করা হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উলি-খিত মেট্রোরেল নির্মাণের কাজটি মালিকানার ভিত্তিতে কোন ধরনের ব্যবসায় সংগঠন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উন্নীতকরণের লক্ষ্যে তুমি কি এ ধরনের ব্যবসায় কার্যক্রম সমর্থন করো? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কৃতিত্ব অর্জনের সর্বোচ্চ শিখরে পৌছার আকাঙ্ক্ষাকে কৃতিত্ব অর্জন চাহিদা বলে।

খ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি গঠনে প্রাথমিক ব্যয় নির্বাহের জন্য যে অর্থ সংগ্রহ করা হয় তাকে ন্যূনতম মূলধন বলে।

কোম্পানির শেয়ার বিলির আগেও মূলধন সংগ্রহ করতে হয়। ন্যূনতম মূলধন সংগ্রহ না করলে কোম্পানি কার্যারম্ভের অনুমতি পায় না। তাই পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে এই ন্যূনতম মূলধন সংগ্রহ করতে হয়।

গ উদ্দীপকে উলি-খিত মেট্রোরেল নির্মাণের কাজটি মালিকানার ভিত্তিতে যৌথ উদ্যোগে ব্যবসায়ের অন্তর্ভূত।

এ ধরনের সংগঠন দেশি ও বিদেশি উদ্যোক্তাদের সমন্বয়ে গঠিত ও পরিচালিত হয়। একে বিশেষ কোনো প্রজেক্ট বাস্তবায়নের যৌথ উপায় হিসেবে মনে করা হয়। বর্তমানে উন্নয়নশীল ও ধনী দেশগুলোর উদ্যোক্তাদের সমন্বয়ে এরূপ ব্যবসায় জনপ্রিয়তা লাভ করছে।

উদ্দীপকে উলে-খ্য, বাংলাদেশের যানজট সমস্যা নিরসনের জন্য সরকার মেট্রোরেল নির্মাণের প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে ইতালিয়ান থাই ডেভেলপমেন্ট পাবলিক কোম্পানি কাজ শুর" করেছে। অর্থাৎ দুটি দেশ যৌথভাবে এ কাজ করতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। এতে দক্ষভাবে কাজ করা সম্ভব হয়। সরকারেরও আর্থিক চাপ ও দ্র"ত কাজ শেষ করা যাবে। এসব কাজ যৌথ উদ্যোগে ব্যবসায় সংগঠনের সাথে সংগতিপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে মেট্রোরেল নির্মাণ কাজটি এ ব্যবসায়ের কাজেরই অন্তর্ভূত।

ঘ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উন্নীতকরণের লক্ষ্যে উদ্দীপকের যৌথ উদ্যোগে গঠিত ব্যবসায় কার্যক্রমকে আমি সমর্থন করি।

যৌথ উদ্যোগে যে কোনো কাজই ফলপ্রসূ হয়। বর্তমানে বিদেশি দক্ষ উদ্যোক্তাদের সাথে দেশি উদ্যোক্তারা বিভিন্ন প্রজেক্ট যৌথভাবে করছেন। তাই এসব কাজ অধিক কার্যকরভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। এ ধরনের ব্যবসায় বর্তমানে খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

উদ্দীপকে উলে-খ্য, বাংলাদেশ সরকার ইতালিয়ান থাই ডেভেলপমেন্ট কোম্পানির সাথে যৌথ উদ্যোগে মেট্রোরেল নির্মাণ কাজ শুর" করেছে। বর্তমানের যানজট সমস্যা নিরসনে সরকার এ প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এ কাজটি যৌথ উদ্যোগে ব্যবসায়ের সাথে সংগতিপূর্ণ।

এ ধরনের ব্যবসায় গঠনের ফলে দেশি ও বিদেশি উদ্যোক্তাগণ একসাথে দক্ষভাবে কাজ করে। এতে বিদেশি উদ্যোক্তাদের সহচর্যে দেশি উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বাড়ে। এছাড়া দেশের অভ্যন্তরে বিদেশি পুঁজি ও প্রযুক্তির সমন্বয় হয়। অভ্যন্তরীণ সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার করা যায়। এসব প্রকল্প শুর" করার পর এখানে অনেক লোকের কাজের ব্যবস্থা হয়। ফলে বেকার সমস্যা কমে যায়। দেশের শিল্পায়ন ও রপ্তানি বৃদ্ধি পায় দক্ষ জনশক্তির শ্রমের মাধ্যমে। এভাবে অর্থনৈতিকভাবে দেশ উন্নত হতে থাকে। তাই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে যৌথ উদ্যোগে ব্যবসায়ের কার্যক্রমকে আমি নিঃসন্দেহে সমর্থন করি।

প্রশ্ন ▶ ১৪ "X" বাংলাদেশের একটি অনুন্নত অঞ্চল। অবকাঠামোগত ও অন্যান্য অসুবিধার ওই অঞ্চলে উলে-খ করার মতো কোনো মিলকারখানা গড়ে উঠেনি। তাই শুধু মুনাফার কথা না ভেবে দেশের সুষম উন্নয়নের জন্য "X" অঞ্চলে মিল কারখানা গড়ে তোলার বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। *[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]*

ক. রেলওয়ে কয়টি জোনে বিভক্ত? ১

খ. একচেটিয়া ব্যবসায় রোধে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের ভূমিকা ব্যাখা করো। ২

গ. মালিকানার ভিত্তিতে "X" অঞ্চলে কোন ধরনের ব্যবসায় সংগঠন উপযোগী? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "X" অঞ্চলে পরিকল্পিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মূখ্য উদ্দেশ্যই হবে জনকল্যাণ -উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রেলওয়ে দুটি জোনে বিভক্ত। উত্তর ও দক্ষিণ জোন।

খ জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র কর্তৃক গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়কে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বলে।

এ ব্যবসায়ের মাধ্যমে জনগণকে ন্যায্যমূল্যে পণ্য বা সেবা সরবরাহ করা হয়। ফলে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের ইচ্ছামতো পণ্যমূল্য নির্ধারণ করতে পারে না। এতে প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হয়। যা ভোক্তার স্বার্থ রক্ষা করে। এভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় একচেটিয়া ব্যবসায় রোধে ভূমিকা রাখে।

গ উদ্দীপকে "X" অঞ্চলে মালিকানার ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় উপযোগী।

এ ব্যবসায় রাষ্ট্র কর্তৃক গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এর মূল উদ্দেশ্য জনগণের কল্যাণ, মুনাফা অর্জন নয়। এর মাধ্যমে জনগণকে ন্যায্যমূল্যে পণ্য সরবরাহ করা হয়। এতে একচেটিয়া ব্যবসায় রোধ হয়। এছাড়া দেশের সুষম শিল্পায়নেও এ ব্যবসায় কাজ করে।

উদ্দীপকে "X" বালাদেশের একটি অনুন্নত অঞ্চল। অবকাঠামোসহ অন্যান্য অসুবিধার জন্য ঐ অঞ্চলে কোনো মিল কারখানা গড়ে ওঠেনি। তাই শুধু মুনাফার কথা না ভেবে দেশের সুষম উন্নয়নের জন্য সেখানে বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এতে "X" অঞ্চলে শিল্প-কারখানা গড়ে তুললে অন্য সব অঞ্চলের উন্নয়নের সাথে এর ভারসাম্য বজায় থাকবে। অর্থাৎ, সমগ্র দেশেই ভারসাম্যপূর্ণ বা সুষম শিল্পায়ন সম্ভব হবে। আর এসব কাজ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের মাধ্যমে করা হয়। তাই বলা যায়, "X" অঞ্চলে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ই উপযুক্ত ভূমিকা রাখতে পারবে।

ঘ উদ্দীপকে "X" অঞ্চলে পরিকল্পিত রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্যই হবে জনকল্যাণ। উদ্দীপকের আলোকে এটি যৌক্তিক।

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের মূল উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন নয়, বরং জনকল্যাণ সাধন। এর মাধ্যমে সমগ্র দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা হয়। এটি দেশের একচেটিয়া ব্যবসায় রোধ করে। সুষম শিল্পায়নে এটি বিশেষ অবদান রাখে।

উদ্দীপকে "X" অঞ্চলটিতে উলে-খ করার মতো কোনো মিল কারখানা গড়ে ওঠেনি। অর্থাৎ এখানে অবকাঠামোগত উন্নয়নের সুযোগ নেই। তাই মুনাফা অর্জন নয়, দেশের সুষম উন্নয়নের জন্য "X" অঞ্চলে মিল-কারখানা গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে। আর এ কাজটি রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের মাধ্যমেই সম্ভব।

"X" অঞ্চলে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের আওতায় অবকাঠামোগত উন্নয়ন করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এতে সেখানে নতুন নতুন শিল্প গঠন করা হবে। ফলে ঐ অঞ্চলের জনগণের কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে। আর,

এসব শিল্পে উৎপাদিত পণ্য ন্যায্যমূল্যে জনগণকে সরবরাহ করা হবে। এতে জনগণ উপকৃত হবে। সুতরাং "X" অঞ্চলে মূলত জনগণের কল্যাণের জন্যই রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় কাজ করবে।

প্রশ্ন ▶১৫ ২০০৫ সালে ২২ জন ব্যক্তি মিলে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। এ প্রতিষ্ঠান সারা দেশে হিমায়িত খাদ্য বিতরণ করে। প্রতিষ্ঠানটির শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য নয়। সময়ের প্রেক্ষিতে সকল প্রকার খাদ্য-সামগ্রীর দাম বেড়ে যাওয়ায় প্রতিষ্ঠানটি তাদের হিমায়িত খাদ্যের দামও বাড়িয়ে দেয়। বিষয়টি নিয়ে পত্রপত্রিকায় ব্যাপক লেখালেখি হয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সরকার হিমায়িত খাদ্যসামগ্রী ন্যায্যমূল্যে বিক্রির একটি প্রকল্প হাতে নেয়। মূল্য কম হওয়ায় জনগণ সরকারের এ প্রকল্পের পণ্য ক্রয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। কিন্তু প্রকল্পটি লাভের মুখ দেখছে না। *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]*

ক. পিপিপি ব্যবসায় কী? ১

খ. সুষম শিল্পায়ন বলতে কী বোঝ? ২

গ. ২২ জনের প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের ব্যবসায় সংগঠন বলে তুমি মনে করো। তোমার স্বপক্ষে মতামত দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উলে-খ্য সরকারের প্রকল্পে লাভ না হওয়ার যৌক্তিক কোনো কারণ আছে কী? তোমার মতামতের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারি-বেসরকারি যৌথ অর্থায়নে ও সহযোগিতায় গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায় কার্যক্রমকে পিপিপি বলে।

সহায়ক তথ্য

পিপিপি বা PPP-এর পূর্ণরূপ হলো– Public Privale Partnership (সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বভিত্তিক ব্যবসায়)।

খ দেশের সব অঞ্চলের সব ধরনের শিল্পের উন্নয়ন করাকে সুষম শিল্পায়ন বলে।

কিছু শিল্পে লাভের পরিমাণ কম থাকে এবং বেসরকারি উদ্যোক্তারা অংশগ্রহণ করে না। সেখানে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বিনিয়োগ করা হয়। এতে সব অঞ্চলের ও শিল্পের ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন হয়। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে ইপিজেড প্রতিষ্ঠা সুষম শিল্পায়নের একটি উদাহরণ।

গ উদ্দীপকে ২২ জনের প্রতিষ্ঠানটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি সংগঠন বলে আমি মনে করি।

প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে সদস্য সংখ্যা হয় সর্বনিম্ন ২ জন ও সর্বোচ্চ ৫০ জন। মূলধন সংগ্রহের জন্য এ ব্যবসায় জনগণের উদ্দেশ্যে শেয়ার বিক্রয় করতে পারে না। অর্থাৎ এর শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য নয়। এজন্য এর মূলধনের পরিমাণও কম হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে উলে-খ্য, ২০০৫ সালে ২২ জন ব্যক্তি মিলে একটি ব্যবসায় স্থাপন করে। এর মাধ্যমে সারা দেশে হিমায়িত খাদ্য বিক্রয় করা হয়। এর শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য নয়। অর্থাৎ, প্রতিষ্ঠানটিতে অর্থ বা মূলধনের প্রয়োজন হলে জনগণের উদ্দেশ্যে শেয়ার বিক্রয়ের আহবান জানাতে পারবে না। এসব বৈশিষ্ট্য মূলত প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং, সদস্য সংখ্যা ও শেয়ার হস্তান্তর যোগ্যতা বিবেচনায় উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটিকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি বলা যায়।

ঘ উদ্দীপকে উলে-খ্য সরকারের 'রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়' প্রকল্পে লাভ না হওয়ার কারণ এ ব্যবসায়ের বিভিন্ন অসুবিধা।

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। তাই এখানে মুনাফা অর্জনের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেওয়া হয় না। এ ব্যবসায়ের মাধ্যমে একচেটিয়া ব্যবসায় রোধ করা হয়। কিন্তু কিছু অসুবিধার জন্য এ ব্যবসায়ে সবসময় সফলতা লক্ষ্য করা যায় না।

উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি সারা দেশে হিমায়িত খাদ্য বিক্রয় করে। সময়ের প্রেক্ষিতে সকল প্রকার খাদ্য-সামগ্রীর দাম বেড়ে যায়। তাই প্রতিষ্ঠানটিও এর খাদ্য-দ্রব্যের দাম বাড়িয়ে দেয়। এ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার একটি প্রকল্প হাতে নেয়। এখানে পণ্যমূল্য কম হওয়ায় জনগণ অধিক পরিমাণে হিমায়িত খাদ্য ক্রয় করে। এ প্রকল্পটি সরকার কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে বলে একে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের অন্তর্ভূক্ত বলা যায়।

প্রকল্পটিতে ন্যায্যমূল্যে অধিক পণ্য বিক্রয় করলেও এতে লাভ হচ্ছে না। কারণ, রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ে জনকল্যাণ ছাড়া অন্যকোনো আর্থিক স্বার্থ নেই বলে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে দুর্নীতি ও অনৈতিক কাজের প্রবণতা বাড়ে। সরকারি আমলা ও রাজনৈতিক নেতাদের হস্তক্ষেপের কারণেও এ অবস্থা হয়। এতে ব্যবসায়গুলোর সাফল্য অর্জনে বাধা সৃষ্টি হয়। সুতরাং, উদ্দীপকে সরকারের প্রকল্পটি উলি-খিত কারণে লাভবান হচ্ছে না।

প্রশ্ন ▶১৬ রানা ও রাকিব দেশে প্রচলিত বিভিন্ন ব্যবসায় সম্পর্কে আলোচনা করছিল। রাকিব বলল, সকল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানই মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু রানা ভিন্ন মত পোষণ করল। সে বলল, রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় ভিন্ন ধরনের ব্যবসায় সংগঠন হিসেবে যথেষ্ট সমালোচনার দাবি রাখে। অতঃপর রানা রাকিবকে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সম্পর্কে বোঝায় এবং রাকিবও এ ধরনের ব্যবসায় সম্পর্কে জানতে পারে। *[ঢাকা কলেজ]*

ক. বিআরটিসি কী ধরনের প্রতিষ্ঠান? ১

খ. সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বভিত্তিক ব্যবসায়ে চালু হয় কেন? ২

গ. রানা কেন রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়কে ভিন্ন ধরনের ব্যবসায় সংগঠন বলল? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের গঠনপ্রণালী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মতো নয়।' তোমরা উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিআরটিসি রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভূক্ত।

সহায়ক তথ্য

BRTC (বিআরটিসি) এর পূর্ণরূপ হলো– (Bangladesh Road Transport Corporation) (বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা)। এটি স্বল্প ভাড়ায় নিরাপদ যাতায়াত ব্যবস্থা নিশ্চিত করে।

খ সরকারি-বেসরকারি যৌথ অর্থায়নে গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়কে সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বভিত্তিক বা পিপিপি ব্যবসায় বলে।

জনগণকে সেবা দেয়ার জন্য বেসরকারি খাত সরকারের সাথে চুক্তি করে পিপিপি ব্যবসায় গঠন করে। এতে উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটে। সরকারের আর্থিক চাপও কমে। অবকাঠামো নির্মাণ, হাসপাতাল, শিক্ষা ও সেবা প্রতিষ্ঠান গঠনে এ ধরনের ব্যবসায় কাজ করে। সুতরাং, জনসেবা বাড়ানোর লক্ষ্যেই এ ব্যবসায় চালু হয়।

গ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় বলে উদ্দীপকের রানা একে ভিন্ন ধরনের ব্যবসায় সংগঠন বলেছে।

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় রাষ্ট্র কর্তৃক গঠিত পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। অর্থাৎ, এর মালিকানা হয় সরকারের। এ ব্যবসায় মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় না। এটি জনকল্যাণের উদ্দেশ্যেই সব কাজ করে।

উদ্দীপকের রানা ও রাকিব বিভিন্ন ব্যবসায় সম্পর্কে আলোচনা করে। রাকিবের ধারণা সব ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানই মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু রানা ভিন্ন মত প্রকাশ করে। তার ধারণা, রাষ্ট্রীয়

ব্যবসায় ভিন্ন ধরনের ব্যবসায় হিসেবে কাজ করে। কারণ, এ ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য হলো রাষ্ট্রের বা দেশের জনগণ যাতে উপকৃত হয় তা নিশ্চিত করা। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো মুনাফা অর্জনের জন্য এটি কাজ করে না। সুতরাং, এ কারণেই একে ভিন্ন ধরনের ব্যবসায় সংগঠন বলে রানা নিজের মত প্রকাশ করে।

ঘ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের গঠন প্রণালি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মতো নয় কথাটি যৌক্তিক বলে আমি মনে করি।

সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি ব্যবসায়গুলো রাষ্ট্রীয়করণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় গঠন করা যায়। রাষ্ট্রপতির বিশেষ অধ্যাদেশ বা আইন পাসের মাধ্যমে এটি স্থাপিত হয়। আবার সরকারি বেসরকারি যৌথ উদ্যোগেও রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় গঠিত হতে পারে।

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় রাষ্ট্র কর্তৃক গঠিত হয় বলে সরকারই এটি পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে। এর ১০০% মালিকানাই সরকারের হাতে থাকে। কিন্তু বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিকগণ নিজেরাই এর মালিকানা নিয়ন্ত্রণ করে। এর মূল উদ্দেশ্য থাকে মুনাফা অর্জন করা। জনগণের স্বার্থকে তারা বিবেচনা করে না। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের মূল উদ্দেশ্য হয় জনকল্যাণ নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যে তারা একচেটিয়া ব্যবসায়কে রোধ করে। সুতরাং এসব বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের গঠন প্রণালি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের থেকে আলাদা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন ▶১৭ ABC কোম্পানি লিমিটেডের ৫১% শেয়ারের মালিক সরকার। প্রতিষ্ঠানটি দেশের খাদ্য সরবরাহ নিয়মিত রাখতে সহায়তা করে। মূলধন সংকটের কারণে সেবাদানে ব্যর্থ হয়। প্রতিষ্ঠানটি জনসাধারণের কাছে শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে ব্যবসায় সম্প্রসারণে আগ্রহী। এ ব্যাপারে দায়িত্বশীল পদে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়। *[হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা]*

ক. BOOT এর পূর্ণ রূপ কী? ১

খ. বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প সংস্থা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উলি-খিত ABC কোম্পানি লিমিটেড কোন ধরনের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে মূলধন সংগৃহীত হলে ABC কোম্পানি লিমিটেডের মালিকানায় কোনো পরিবর্তন আসবে বলে তুমি মনে করো? যুক্তি দাও। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক BOOT এর পূর্ণরূপ হলো– Building, Ownership, Operating & Transfer.

সহায়ক তথ্য

BOOT-এর ক্ষেত্রে বেসরকারি মালিকানায় কোনো প্রকল্প পরিচালিত হয় এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পরে সরকারি খাতে স্থানান্তরিত হয়।

খ সার, কাগজ ও ট্যানারি শিল্পগুলো পরিচালনার জন্য বাংলাদেশে যে প্রতিষ্ঠান দায়িত্ব পালন করে তাকে রসায়ন শিল্প সংস্থা বলে।

এ সংস্থার আওতায় কৃষি খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করা হয়। এ লক্ষ্যে কৃষকদের ন্যায্যমূল্যে ইউরিয়া সার সরবরাহ করা হয়। এছাড়া সারের চাহিদার যে অংশটুকু উৎপাদন সম্ভব হয় না তা বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়। এভাবে সংস্থাটি সরকারের শিল্পনীতি বাস্তবায়নে অবদান রাখে।

গ উদ্দীপকে উলি-খিত ABC কোম্পানি লিমিটেড "BSFIC (Bangladesh Sugar & Food Industruis Corporation বা বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থা) রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত।

এ প্রতিষ্ঠানটি নতুন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার ও কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে চিনি ও খাদ্যে শিল্পগুলোর উন্নয়ন করে। এটি শিল্প বা মিল এলাকাগুলোয় উচ্চ শর্করাসম্পন্ন খাদ্য ও আখ উৎপাদন নিশ্চিত করে। এছাড়া কার্যকর বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বাজারে মূল্য স্থিতিশীল রাখার ব্যবস্থা করে।

উদ্দীপকের ABC কোম্পানি লিমিটেডের ৫১% শেয়ারের মালিক সরকার। প্রতিষ্ঠানটি দেশের খাদ্য সরবরাহ নিয়মিত রাখতে সহায়তা করে। এটি সরকার প্রবর্তিত ক্রয়, উৎপাদন, বণ্টন, মূল্য নির্ধারণ ও জনশক্তি ব্যবস্থাপনার নীতি বাস্তবায়ন করে। এজন্য এটি নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে উন্নতমানের খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করে। এসব কাজ মূলত BSFIC সংস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, ABC কোম্পানি BSFIC-এরই অন্তর্ভুক্ত।

ঘ শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে মূলধন সংগৃহীত হলে ABC কোম্পানি যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানে বা কোম্পানি সংগঠনে রূপান্তরিত হবে বলে আমি মনে করি।

কোম্পানি ব্যবসায়ে শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে এর মালিকগণ অর্থ বিনিয়োগ করেন। এটি কোম্পানি আইনের অধীনে গঠিত ও পরিচালিত হয়। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি এর মূলধনের প্রয়োজনে জনগণের কাছে শেয়ার বিক্রয় করতে পারে।

উদ্দীপকে ABC কোম্পানি লি. এর ৫১% শেয়ারের মালিক সরকার। এ প্রতিষ্ঠানটি মূলধন সংকটের কারণে সেবাদানে ব্যর্থ হয়। মূলধন ছাড়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান চালানো সম্ভব হয় না। তাই দায়িত্বশীল পদে নিয়োজিত ব্যক্তিরা মূলধন সংগ্রহের জন্য জনসাধারণের কাছে শেয়ার বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতে পারেন।

জনগণের কাছে শেয়ার বিক্রয় করলে সরকারের মালিকানা ৫১% এর চেয়ে কমে যাবে। আর মালিকানা জনগণের কাছে হস্তান্তর হবে। কোম্পানি আইন অনুযায়ী মূলধন বৃদ্ধির জন্য তারা জনগণের কাছে শেয়ার বিক্রি করতে পারে। তাই শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে মূলধন সংগৃহীত হলে ABC কোম্পানি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি সংগঠনে রূপান্তরিত হবে।

প্রশ্ন ▶১৮ বাংলাদেশ সরকার অবকাঠামো উন্নয়নে ব্যাপক অগ্রাধিকার দিচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, গভীর সমুদ্রবন্দর, মেট্রোরেল নির্মাণে সরকার বেসরকারি ২০টি কোম্পানির সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়। চুক্তি অনুযায়ী বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সরকারও এ প্রকল্পগুলো থেকে অর্জিত মুনাফার অংশ পাবে। সরকার মনে করছে বিদেশিদের কাছ থেকে গৃহীত শর্তসাপেক্ষে ঋণের তুলনায় এটি সবচেয়ে ভালো বিকল্প। *[ঢাকা কমার্স কলেজ]*

ক. BPC-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২

গ. উদ্দীপকের কোন ধরনের ব্যবসায় সংগঠনের কথা উলে-খ করা হয়েছে? -ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সরকার সর্বাধিক ভালো বিকল্প ব্যবহারে করেছে উদ্দীপকের আলোকে এর যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক BPC-এর পূর্ণরূপ হলো– Bangladesh Parjatan Corporation.

খ আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো জনকল্যাণ।

শুধু মুনাফা অর্জন রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য নয়। বরং দেশ ও জনগণের উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় গঠিত হয়। এজন্য যে সকল অঞ্চল বা এলাকা অনুন্নত সে সকল এলাকায় এরূপ ব্যবসায় স্থাপনে

অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। ফলে অনুন্নত অঞ্চলে শিল্পায়ন ঘটে ও আঞ্চলিক বৈষম্য দূর হয়।

গ উদ্দীপকে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বভিত্তিক ব্যবসায় সংগঠনের কথা উলে-খ করা হয়েছে।

সরকারি-বেসরকারি যৌথ অর্থায়ণ ও সহযোগিতায় গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায় কার্যক্রমকে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বভিত্তিক ব্যবসায় বলে। এক্ষেত্রে সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করে আর বেসরকারি পর্যায় থেকে সমর্থন ও আর্থিক সহায়তা বা বিনিয়োগ করা হয়। এরূপ প্রকল্প থেকে চুক্তি অনুযায়ী বেসরকারি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ড় মুনাফা ভোগ করে থাকে।

উদ্দীপকে বর্ণিত বাংলাদেশ সরকার আন্ড়র্জাতিক বিমানবন্দর, গভীর সমুদ্রবন্দর, মেট্রোরেল নির্মাণে ২০টি বেসরকারি কোম্পানির সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী উক্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রকল্পগুলো থেকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ড় মুনাফা ভোগ করবে। তাই দেখা যায়, সরকার উক্ত প্রকল্পগুলোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আর বেসরকারি কোম্পানি উক্ত প্রকল্পগুলোতে অর্থায়ন করেছে। তাই একে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বভিত্তিক ব্যবসায় সংগঠন বলা হয়।

ঘ সরকার বাংলাদেশের কয়েকটি ক্ষেত্রে অবকাঠামোগত উন্নয়নে বিদেশি ঋণের পরিবর্তে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এটি নিঃসন্দেহে একটি যৌক্তিক সিদ্ধান্ড়।

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব ব্যবসায় পরিচালিত হয় সরকারি ও বেসরকারি যৌথ অর্থায়ন ও সহযোগিতায়। এ ক্ষেত্রে সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করে আর বেসরকারি পর্যায় থেকে বিনিয়োগ করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী এথেকে মুনাফা বণ্টিত হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে বাংলাদেশ সরকার অবকাঠামোগত উন্নয়নে জোর দিয়েছে। এজন্য সরকার ২০টি বেসরকারি কোম্পানির সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। এ প্রকল্প থেকে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি কোম্পানিও অর্জিত মুনাফার অংশ পাবে। বিদেশিদের কাছ থেকে ঋণ না নিয়ে সরকারের এ সিদ্ধান্ড় যৌক্তিক হয়েছে।

আর সরকার যদি বিদেশি সংস্থা বা আন্ড়র্জাতিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নেয় সেক্ষেত্রে অনেক শর্ত আরোপ করা থাকে। সরকারকে উক্ত শর্তসমূহ মেনে কার্যক্রম পরিচালনা তথা ঋণকৃত অর্থ ব্যবহার করতে হয়। এসব শর্ত মেনে চলা অনেক ক্ষেত্রেই বিব্রতকর বা দেশের স্বার্থ বির"দ্ধ হয়ে পড়ে। এর বিপরীতে সরকার যদি দেশের জনগণের অর্থায়নে কোনো প্রকল্প বা উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে তাহলে বিদেশি শর্ত মেনে চলার বাধ্যবাধকতা থাকে না। এতে দেশীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করা সহজ হয়। তাই বলা যায়, প্রকল্প বাস্ড়বায়নে সরকার কর্তৃক বিদেশি ঋণের পরিবর্তে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বভিত্তিক কার্যক্রম অবলম্বন করা অত্যন্ড় যৌক্তিক হয়েছে।

প্রশ্ন ▶১৯ দেশের অর্থ ও মুদ্রাবাজারে প্রায়ই বিশৃঙ্খলা লেগে থাকে বলে দেশের অর্থনীতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। সরকার এরূপ সমস্যা সমাধানে বিশেষ ধরনের প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সিদ্ধান্ড় গ্রহণ করেছে। ফলে অর্থ ও মুদ্রাবাজারে সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

[রাজবাড়ী সরকারি কলেজ]

ক. বি আর টি সি কী? ১

খ. রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় স্থাপনের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. কোন ধরনের প্রতিষ্ঠানের অভাবে দেশের অর্থ বাজারে বিশৃঙ্খলা লেগে আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মুদ্রাবাজারে স্থিতিশীলতা রক্ষায় বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান স্থাপনে সরকারের সিদ্ধান্ড়ের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করো। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিআরটিসি (Bangladesh Road Transport Corporation) হলো স্বল্প ভাড়ায় নিরাপদ যাতায়াত ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের একটি সরকারি সংস্থা।

খ জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র কর্তৃক গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়কে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বলে।

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ে মুনাফা অর্জনকে প্রাধান্য না দিয়ে জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে কাজ করা হয়। এতে জনগণ ন্যায্যমূল্যে পণ্য ও সেবা পায়। এছাড়া এ ব্যবসায় দেশের সুষম শিল্পায়ন করে। ফলে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন হয়। এজন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় স্থাপন করা যৌক্তিক।

গ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অভাবে দেশের অর্থ বাজারে বিশৃঙ্খলা লেগে আছে।

দেশের অর্থ ব্যবস্থার ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কাজ করে। এ লক্ষ্যে সকল দেশেই নেতৃত্ব প্রদানকারী কিছু আর্থিক প্রতিষ্ঠান সরকারি মালিকানায় পরিচালিত হয়। এজন্য পৃথিবীর সব দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারি মালিকানায় পরিচালনা করা হয়।

উদ্দীপকে উলে-খ্য, দেশের অর্থ ও মুদ্রাবাজারে প্রায়ই বিশৃঙ্খলা লেগে থাকে। কারণ এর ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেই। এতে দেশের অর্থনীতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। সরকার এ সমস্যা সমাধানে বিশেষ ধরনের প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সিদ্ধান্ড় নিয়েছে। এ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মুদ্রার মান সংরক্ষণ করা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ কিছু বাণিজ্যিক ও বিমা প্রতিষ্ঠানও ঐ প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় পরিচালিত হয়। এতে অর্থ সরবরাহ ব্যবস্থা স্থিতিশীল রাখা সম্ভব হয়। বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এসব কাজ করে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের অপর্যাপ্ততার কারণেই মূলত অর্থ ও মুদ্রাবাজারকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

ঘ মুদ্রাবাজারে স্থিতিশীলতা রক্ষায় সরকারের বিশেষায়িত রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সিদ্ধান্ড়টি যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সরকার কর্তৃক গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। দেশের মুদ্রার মান সংরক্ষণের জন্য এ প্রতিষ্ঠান কাজ করে। এটি শক্তিশালী অর্থ ও মুদ্রাবাজার গঠনের পরিকল্পনা বাস্ড়বায়ন করে। দেশে যখন মুদ্রা সংকোচন বা মুদ্রাস্ফীতি হয় তখন এ ব্যবসায় তা নিয়ন্ত্রণ করে।

উদ্দীপকে উলে-খ্য দেশের অর্থ ও মুদ্রাবাজারে প্রায়ই বিশৃঙ্খলা লেগে থাকে। এর ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেই। তাই সরকার এ সমস্যা সমাধানে বিশেষ ধরনের প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সিদ্ধান্ড় নিয়েছে। এ প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের অন্ড়র্গত।

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্ড়রে মুদ্রা সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে। এতে মূল্যস্ড়র স্থিতিশীল থাকে। আবার, অতিরিক্ত অর্থ সরবরাহ বাজারে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করে, যা উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। আবার মুদ্রা সংকোচন হলেও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে এর নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এভাবে অর্থ ও মুদ্রাবাজারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার দায়িত্বটি রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় পালন করে। তাই সরকারের এরূপ ব্যবসায় স্থাপন করা যৌক্তিক হয়েছে।

প্রশ্ন ▶২০ জনাব সেলিম একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে। প্রতিষ্ঠানটি দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির সময় বাজার মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে বাজারে পণ্য বিক্রয় করে। এতে জনগণ খুবই উপকৃত হয়। এ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান লাভের কথা ভাবে না। জনকল্যাণে এ প্রতিষ্ঠান ব্যবসায় পরিচালনা করে। *[রাজবাড়ী সরকারি কলেজ]*

ক. BIMSTEC এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. BSTI বলতে কী বোঝ? ২

গ. সেলিম কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কাজ করে? বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. 'জনকল্যাণে এ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কাজ করে' মূল্যায়ন করো। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক BIMSTEC-এর পূর্ণরূপ হলো– Bay of Bengal Initiative for Multi Sectoral Technical and Econonic Cooperation.

সহায়ক তথ্য

বাংলাদেশ, ভারত, মিয়ানমার, শ্রীলংকাসহ ৭টি দেশ নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা ও সম্পর্কের উন্নয়নের জন্য BIMSTEC সংস্থাটি গঠন করেছে।

খ BSTI (Bangladesh Standards & Testing Institution) হলো বাংলাদেশের পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা।
এ প্রতিষ্ঠান পণ্য ও সেবার বিষয়ে আন্তর্জাতিক মানের সাথে দেশীয় মান নির্ধারণ করে। এটি দৈর্ঘ্য, ওজন, আয়তন ও শক্তির পরিমাপ বিষয়েও মান নির্ধারণ করে। এ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যে মান দেওয়া হয় তা দেখে ক্রেতারা নিশ্চিন্তভাবে পণ্য ক্রয় করতে পারে।

গ উদ্দীপকে সেলিম রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কাজ করে।
এ ব্যবসায় রাষ্ট্র কর্তৃক গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে এ ব্যবসায় পরিচালিত হয়। এর মাধ্যমে সমগ্র দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা হয়। এটি দেশের একচেটিয়া ব্যবসায় রোধ করে। দেশে সুষম শিল্পায়নে এ ব্যবসায় বিশেষ অবদান রাখে।
উদ্দীপকে জনাব সেলিম একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। এটি দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির সময় বাজার মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে পণ্য সরবরাহ করে। এতে জনগণ ন্যায্যমূল্যে পণ্য পেয়ে উপকৃত হয়। এটি নিজের লাভের কথা ভাবে না। জনকল্যাণের জন্যই ব্যবসায় পরিচালনা করে। এসব বৈশিষ্ট্য রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সেলিম রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানেই কাজ করে।

ঘ 'জনকল্যাণেই রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কাজ করে' -এ বক্তব্যটিকে আমি যৌক্তিক মনে করি।
রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের মূল উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন নয়; বরং জনকল্যাণ সাধন। এর মাধ্যমে ন্যায্যমূল্যে পণ্য সরবরাহ করা হয়। ফলে একচেটিয়া ব্যবসায় রোধ হয়, যা জনগণের উপকার করে।
উদ্দীপকের জনাব সেলিম যেখানে চাকরি করে এটি দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির সময় বাজার মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে পণ্য বিক্রয় করে। এতে প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজারে জনগণের স্বার্থ রক্ষা হয়। কারণ, তারা ন্যায্য মূল্যে পণ্য পেয়ে উপকৃত হয়। অর্থাৎ, এটি একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে।
এ ধরনের প্রতিষ্ঠান দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নও করে। ফলে সেখানে অনেক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়। এটি অনুন্নত এলাকাগুলোর উন্নয়নেও কাজ করে। এতে জনগণ উন্নতমানের জীবনযাপনের সুযোগ পায়। অর্থাৎ, সার্বিকভাবে জনগণের কল্যাণ হবে এটি এমন কাজগুলোই করে থাকে। সুতরাং, রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় জনকল্যাণেই কাজ করে কথাটি অত্যন্ত যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶২১ জনগণকে মুঠোফোনের সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির আদেশ বলে ও সংসদের মাধ্যমে আইন পাস করে 'ইজিটক' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। প্রতিষ্ঠানটির নীতিমালায় উলে-খ করা হয় এটি একটি মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকবে এবং যে কোনো বিষয়ে সংসদে জবাবদিহি করবে। 'ইজিটক' প্রতিষ্ঠানটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে প্রতিষ্ঠান থেকে যে মুনাফা অর্জিত হবে তা সরকারি কোষাগারে জমা হবে।

[কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর]

ক. রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের প্রধান উদ্দেশ্য কী? ১
খ. সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বভিত্তিক ব্যবসায় বলতে কী বোঝায়? ২
গ. ইজিটক প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের সংগঠন? বর্ণনা করো। ৩
ঘ. ইজিটক প্রতিষ্ঠানটি গঠন করার যৌক্তিকতা তুলে ধরো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের প্রধান উদ্দেশ্য হলো জনকল্যাণ।

সহায়ক তথ্য

রাষ্ট্র কর্তৃক গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়কে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বলে।

খ সরকারের সাথে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো চুক্তির মাধ্যমে যৌথভাবে মূলধন বিনিয়োগ করলে তাকে সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বভিত্তিক (Public Private Partnership) ব্যবসায় বলে।
এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারি ব্যবস্থা। জনগণের কল্যাণের জন্য এখানে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যৌথ চুক্তি করে। এতে উভয়ের প্রচেষ্টায় কাজ অধিক ফলপ্রসূ হয়। সরকারের আর্থিক চাপও কমে যায়।

গ উদ্দীপকে ইজিটক প্রতিষ্ঠানটি একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সংগঠন।
এ ব্যবসায় রাষ্ট্র কর্তৃক গঠিত হয়। রাষ্ট্রের মালিকানায়ই এটি পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এ ব্যবসায়ের সব কাজ জনকল্যাণের উদ্দেশ্যেই করা হয়। এর মাধ্যমে একচেটিয়া ব্যবসায় রোধ করা যায়।
উদ্দীপকে উলে-খ্য, জনগনকে মুঠোফোনের সুবিধা দেয়ার জন্য রাষ্ট্রপতির আদেশবলে ও সংসদে আইন পাস করা হয়। এরপর 'ইজিটক' নামের একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। এর নীতিমালায় উলে-খ করা হয় যে, এটি একটি মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকবে। এর যে কোনো বিষয়ে সংসদে জবাবদিহিতা করতে হবে। আর প্রতিষ্ঠানটির অর্জিত মুনাফা সরকারি কোষাগারে জমা হবে। এ অর্থ জনকল্যাণে ব্যয় করা হবে। এসব বৈশিষ্ট্য রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, ইজিটক প্রতিষ্ঠানটি একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান।

ঘ জনকল্যাণের স্বার্থে ইজিটক নামক রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি গঠন করা যৌক্তিক বলে আমি মনে করি।
দেশের সরকার জনকল্যাণের বিষয়টি বিবেচনা করে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করে। এটি দেশের সুষম শিল্পায়ন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেষ্টা করে। ফলে অর্থনৈতিক অগ্রগতি হয়।
উদ্দীপকে উলে-খ্য, জনগণকে মুঠোফোনের সুবিধা দেওয়ার জন্য 'ইজিটক' নামে একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় গঠন করা হয়। এ প্রতিষ্ঠান থেকে অর্জিত মুনাফা সরকারি কোষাগারে জমা হবে। এ মুনাফা দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন কাজে ব্যয় করা হবে।
প্রতিষ্ঠানটি সুলভ মূল্যে জনগণকে সেবা সরবরাহ করবে। এতে অসাধু ব্যবসায়ীদের একচেটিয়া প্রভাব কমে যাবে। ফলে জনগণের স্বার্থরক্ষা হবে। এ ছাড়া অনুন্নত এলাকাগুলোয় প্রতিষ্ঠানটির শাখা বাড়ানোর জন্য ব্যবসায় গঠন করা যেতে পারে। এতে ঐ এলাকার অনেক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে। ফলে বেকারত্ব কমে যাবে। এর সাথে সুষম শিল্পায়নও হবে। সুতরাং রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় হিসেবে 'ইজিটক' প্রতিষ্ঠানটি গঠন করা যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্ন ▶২২ সরকার বৃহত্তম সমুদ্রসৈকত কক্সবাজার দর্শনার্থীদের জন্য আকর্ষণীয়, নিরাপদ ও আরামদায়ক করার লক্ষ্যে হোটেল-মোটেল স্থাপন ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যে একটি সংস্থাকে উক্ত দায়িত্ব অর্পণ করেছে। এছাড়াও সরকার ঢাকার সাথে কক্সবাজার অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতকরণের

লক্ষ্যে জনগণের সাথে যৌথ অর্থায়নের মাধ্যমে অবকাঠামোগত নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। *[কুমিল-া কমার্স কলেজ]*

ক. BCIC-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. কোন ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য জনকল্যাণ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সরকার কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত উন্নয়নের দায়িত্ব কোন সংস্থাকে অর্পণ করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. অবকাঠামো নির্মাণের জন্য সরকার যে ব্যবসায়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তার প্রয়োজনীয়তা লিখো। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক BCIC-এর পূর্ণরূপ হলো– Bangladesh Chemical Industries Corporation (বাংলাদেশ রাসায়নিক শিল্প সংস্থা)।

সহায়ক তথ্য

বাংলাদেশে রসায়ন শিল্প সংশি-ষ্ট সার, কাগজ ও ট্যানারি শিল্প পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য BCIC সরকারি সংস্থাটি কাজ করে।

খ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য জনকল্যাণ করা।

রাষ্ট্র কর্তৃক গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়কে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বলে। এ ব্যবসায়ে মূলত জনগণের কল্যাণ হবে এমন কাজগুলোই করা হয়। অর্থাৎ দেশের প্রত্যেকটি জনগণই উপকৃত হবে এটি নিশ্চিত করে। এ লক্ষ্যে এটি একচেটিয়া ব্যবসায় রোধ করে। এতে জনগণের স্বার্থ রক্ষা হয়। সুতরাং, রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যেই জনকল্যাণ সাধন।

গ উদ্দীপকে সরকার কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত উন্নয়নের দায়িত্ব বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন (BPC Bangladesh Porjatan Corporation) সংস্থাকে অর্পণ করেছে।

এ সংস্থাটি বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশে নেতৃত্বদান করে। এ লক্ষ্যে হোটেল-মোটেল প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা ও এগুলো সম্প্রসারণের কাজ করে থাকে। এর প্রধান লক্ষ্য হলো বাংলাদেশকে একটি আকর্ষণীয় পর্যটন শিল্পের দেশ হিসেবে উপস্থাপন করা।

উদ্দীপকে উলে-খ্য, সরকার বৃহত্তম সমুদ্রসৈকত কক্সবাজার দর্শনার্থীদের জন্য আকর্ষণীয় নিরাপদ ও আরামদায়ক করার জন্য কাজ করছে। এ লক্ষ্যে হোটেল-মোটেল স্থাপন ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নের সিদ্ধান্ড়ও নেওয়া হয়েছে। এছাড়া সরকার ঢাকার সাথে কক্সবাজার অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের চেষ্টা করছে। এজন্য একটি সংস্থাকে এর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। এসব কাজ মূলত বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন সংস্থা কর্তৃক করা হয়। তাই বলা যায়, সরকার এ সংস্থাকেই কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত উন্নয়নের দায়িত্ব দিয়েছে বলে আমি মনে করি।

ঘ উদ্দীপকে অবকাঠামো নির্মাণের জন্য সরকার পিপিপি (PPP- Public Private Partnership) বা সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বভিত্তিক ব্যবসায়ের পরিকল্পনা করেছে, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপেটে এর যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

এ ধরনের ব্যবসায় জনগণকে সেবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে গঠন করা হয়। এ লক্ষ্যে বেসরকারি খাত সরকারের সাথে চুক্তি করে যৌথভাবে ব্যবসায়ের মূলধন বিনিয়োগ করে। অবকাঠামো নির্মাণ, হাসপাতাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সেবা প্রতিষ্ঠান গঠন ইত্যাদি ক্ষেত্রে এরূপ ব্যবসায় গঠন করা হয়।

উদ্দীপকে উলে-খ্য, সরকার ঢাকার সাথে কক্সবাজার অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করতে চাচ্ছে। এজন্য জনগণের সাথে যৌথ অর্থায়নের মাধ্যমে অবকাঠামো নির্মাণের পরিকল্পনা করছে। অর্থাৎ, পিপিপি ব্যবসায়ের মাধ্যমে এ কাজ করার সিদ্ধান্ড় নিয়েছে।

যেসব ক্ষেত্রে সরকারের একার পক্ষে উন্নয়ন কাজ করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে, সেক্ষেত্রে এ ব্যবসায় চুক্তি করা হয়। এতে সরকারের আর্থিক চাপ কমে। আর, উভয় পক্ষের যৌথ চেষ্টায় দ্রুত অবকাঠামো নির্মাণও সম্ভব হয়। এতে জনগণকে দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা বা ভোগান্ড়ি পোহাতে হয় না। সুতরাং এসব কারণে বাংলাদেশের জন্য পিপিপি ব্যবসায় গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶২৩ নানার সাথে নারায়ণগঞ্জ বেড়াতে গিয়ে আকিব আদমজি জুট মিলটি পরিত্যক্ত অবস্থায় দেখতে পেল। আকিবের নানা বললেন, এ মিলটির এক সময় স্বর্ণযুগ ছিল। সরকারি নিয়ন্ত্রণেও পরিচালনায় জনকল্যাণ ও বেকার সমস্যার সমাধানই ছিল এর মূল লক্ষ্য। কিন্তু প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়িত্বে যারা ছিলেন তারা সুষ্ঠু পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান চালাতে ব্যর্থ হন। ফলে বাংলাদেশের শিল্প জগতের পথিকৃৎ এ প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে প্রায় বিলুপ্ত। *[লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজ; বিয়াম মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]*

ক. BTTB-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মিলটি কোন ধরনের ব্যবসায় সংগঠন? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. আদমজী জুট মিলের মতো প্রতিষ্ঠান বর্তমানে টিকে না থাকার কারণ বিশে-ষণ করো। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক BTTB-এর পূর্ণরূপ হলো– Bangladesh Telephone & Telegraph Board।

খ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য হলো জনকল্যাণ করা।

রাষ্ট্র কর্তৃক গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়কে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বলে। এটি মুনাফা অর্জনকে প্রাধান্য দেয় না। জনগণকে ন্যায্যমূল্যে পণ্য সরবরাহ করে। ফলে জনগণ উপকৃত হয়, একচেটিয়া ব্যবসায় রোধ হয়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত মিলটি একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সংগঠন।

এ ব্যবসায় রাষ্ট্র কর্তৃক গঠিত হয়। রাষ্ট্রের মালিকানায়ই এটি পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে এটি কাজ করে না। জনকল্যাণের উদ্দেশ্যেই এটি ব্যবসায়ের সব কাজ পরিচালনা করে। এ ব্যবসায়ের মাধ্যমে একচেটিয়া ব্যবসায় রোধ করা হয়। ফলে জনগণের স্বার্থ রক্ষা হয়।

উদ্দীপকের আকিব নারায়ণগঞ্জে গিয়ে আদমজী জুট মিলটি পরিত্যক্ত অবস্থায় দেখতে পায়। এ মিলটির এক সময় স্বর্ণযুগ ছিলো। এটি সরকারি নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হতো। এটি জনকল্যাণ ও বেকার সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করতো। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে সরকারি নিয়ন্ত্রণ থাকে বলে জনগণের স্বার্থ রক্ষা হবে এমন কাজই পরিচালনা করা হয়। এ বৈশিষ্ট্য রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের মিলটিও এ ব্যবসায়ের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকে আদমজী জুট মিলের মতো রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অদক্ষ ব্যবস্থাপনাসহ নানা অসুবিধার জন্য বর্তমানে টিকে থাকতে পারছে না।

রাষ্ট্রের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে কাজ করে থাকে। এখানে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য থাকে না। এটি জনগণের স্বার্থই রক্ষা করে। কিন্তু কিছু অসুবিধার জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো উন্নয়নের গতি ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়।

উদ্দীপকের আকিব আদমজী ফুট মিল পরিত্যাক্ত অবস্থায় দেখতে পায়। এক সময় এ মিলটির স্বর্ণযুগ ছিল। রাষ্ট্রীয় বা সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে এটি জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে কাজ করতো। কিন্তু এ প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে যারা ছিলেন তারা সুষ্ঠু পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে ব্যর্থ হন। তাই বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে আছে।

আদমজী জুট মিলের মতো অন্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতেও অনেক সরকারি আমলা বা নেতাদের প্রভাব দেখা যায়। তাদের প্রভাবে

অযোগ্যতায় ও অদক্ষভাবে এসব ব্যবসায় পরিচালিত হয়। আর এ ব্যবসায়ে আর্থিক স্বার্থ থাকে না বলে অনেকে অন্যায় পথে স্বার্থসিদ্ধি করার চেষ্টা করে। এভাবে এসব ব্যবসায়ের লোকসান হতে থাকে। ফলে জাতীয় ঋণ বাড়তে থাকে। এসব কারণেই আদমজী জুট মিলের মতো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো বর্তমানে টিকে থাকতে পারছে না।

প্রশ্ন ▶২৪ আমিন টেক্সটাইল মিলস প্রথমে ব্যক্তি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত হলেও স্বাধীনতার পর সরকারের এক অধ্যাদেশ বলে জাতীয়করণ করা হয়। প্রথম ২০ বছর এ প্রতিষ্ঠানটি ভালো মুনাফা করলেও পরবর্তীতে দিন দিন লোকসানের পরিমাণ বাড়তে থাকে। আমিন জুট মিলস কর্তৃপক্ষ বলছে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং দুর্নীতি ও স্বজন প্রীতির কারণে প্রতিষ্ঠানের এই দুরবস্থা হয়েছে। *[বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. পেটেন্ট বলতে কী বোঝ? ১

খ. বিবরণপত্র কাকে বলে? ২

গ. উদ্দীপকে উলি-খিত প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের ব্যবসায় সংগঠন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উলি-খিত ব্যবসায় সংগঠন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কেমন ভূমিকা রাখে। বিশে-ষণ করো। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নতুন কোনো উদ্ভাবিত পণ্য নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আবিষ্কারককে ব্যবহার বা বিক্রয়ের একক অধিকার দেওয়াকে পেটেন্ট বলে।

খ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি জনগণের কাছে শেয়ার বিক্রির জন্য যে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে তাকে বিবরণপত্র বলে।

পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র সংগ্রহের সময়ই বিবরণপত্র নিবন্ধকের কাছে জমা দিতে হয়। এতে কোম্পানির সব বিষয় (নাম, ঠিকানা, উদ্দেশ্য প্রভৃতি) উলে-খ করা হয়। এরপর তা জনগণের উদ্দেশ্যে প্রচার করা হয়।

গ উদ্দীপকে উলি-খিত প্রতিষ্ঠানটি একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সংগঠন।

এ ধরনের ব্যবসায় রাষ্ট্র কর্তৃক গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এ ব্যবসায় জনকল্যাণের উদ্দেশ্যেই কাজ করে। এটি দেশের একচেটিয়া ব্যবসায়কে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জনগণের স্বার্থকে রক্ষা করে। এছাড়া যেসব এলাকা অনুন্নত সেখানে নতুন নতুন শিল্প স্থাপন করে এটি সুষম শিল্পায়ন করে।

উদ্দীপকের আমিন টেক্সটাইল মিলস প্রথমে ব্যক্তি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর সরকারের এক অধ্যাদেশ বলে এটি জাতীয়করণ করা হয়। প্রতিষ্ঠানটিতে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির কারণে লোকসানের পরিমাণ বাড়ছে। কারণ এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে জনকল্যাণ ছাড়া অন্য কোনো আর্থিক স্বার্থ নেই বলে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্ড়রে দুর্নীতি ও অনৈতিক কাজের প্রবণতা বাড়ে। সরকারি আমলা ও রাজনৈতিক নেতাদের হস্ড়ক্ষেপের কারণেও এ অবস্থা হচ্ছে। এসব অসুবিধা রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের অন্ড়র্গত।

ঘ উদ্দীপকে উলি-খিত রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সংগঠন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুর্ত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

দেশের সরকার জনকল্যাণের বিষয়টি বিবেচনা করে রাষ্ট্রের মালিকানায় কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছে। যেখানে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কাজ করছে না সেখানে উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। এতে সমগ্র দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হচ্ছে।

উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি স্বাধীনতার পর সরকারের এক অধ্যাদেশ বলে জাতীয়করণ করা হয়। অর্থাৎ, এটি সরকারি মালিকানায় পরিচালিত হয়, যা রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের অন্ড়র্গত।

এ ব্যবসায় সমাজের ধনবৈষম্যকে নিয়ন্ত্রণ করে। এটি অনুন্নত এলাকাগুলোতে শিল্প স্থাপন করে সুষম শিল্পায়ন করে। এতে এসব শিল্পে অনেক লোকের কর্মসংস্থান হয়। এতে বেকারত্ব কমে। এছাড়া সরকার অসাধু ব্যবসায় রোধ করতে এ ব্যবসায় পরিচালনা করে। এটি সম্পদ ও আয়ের সুষম বণ্টনের কাজও করে থাকে। এভাবে এটি সমগ্র দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ▶২৫ সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্র দক্ষিণ সুদান ঐ দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নযনের জন্য বেসরকারি কিছু প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়। চুক্তির শর্তানুযায়ী ঐ প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন ব্রিজ, কালভার্ট, ফ্লাইওভার ও মেট্রোরেল স্থাপন করবে। অর্জিত মুনাফা ঐ প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সরকারও পাবে। সম্প্রতি দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য দেশটি একটি অস্ত্র তৈরির কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ড়গ্রহণ করেছে। *[কক্সবাজার সরকারি কলেজ]*

ক. ব্যবসায় উদ্যোগ কী? ১

খ. কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ব্যবসায়ের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. দক্ষিন সুদান রাষ্ট্রের প্রথম পর্যায়ের কর্মকান্ডগুলো কোন ধরনের সংগঠনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে গৃহীত দ্বিতীয় পর্যায়ের সিদ্ধান্ড় বাস্ড়বায়নে কোন ধরনের সংগঠন নির্বাচন করা যুক্তিযুক্ত বলে তুমি মনে করো? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নতুন কোনো ধারণা বা চিন্ড়া নিয়ে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের ব্যবসায় শুরুর চেষ্টাকে ব্যবসায় উদ্যোগ বলে।

খ মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে সকল বৈধ ও অর্থনৈতিক কাজকে ব্যবসায় বলে।

ব্যবসায়ের মাধ্যমে মানুষ নিজের একটি কর্মক্ষেত্র তৈরি করতে পারে। এ কাজে সহযোগিতার জন্যও অনেক লোককে নিযুক্ত করা হয়। কেউ মালিক ও কেউ শ্রমিক হিসেবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ব্যবসায়ে জড়িত থাকে। এভাবে ব্যবসায় কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে।

গ উদ্দীপকে দক্ষিণ সুদান রাষ্ট্রের প্রথম পর্যায়ের কর্মকান্ড গুলো পিপিপি (PPP-Public Private Partnership) বা সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বভিত্তিক ব্যবসায় সংগঠনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারি ব্যবস্থা। এখানে জনগণকে সেবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বেসরকারি খাতের সাথে সরকার চুক্তি করে। সরকার ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে মূলধন বিনিয়োগ করে। এতে উভয়ের চেষ্টায় ফলপ্রসূ কাজ করা সম্ভব হয়। আর সরকারের আর্থিক চাপও কমে।

উদ্দীপকে উলে-খ্য, সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্র দক্ষিণ সুদান ঐ দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন করতে চায়। এ লক্ষ্যে সরকার বেসরকারি কিছু প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি করে। চুক্তি অনুযায়ী ঐ প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন ব্রিজ, কালভার্ট, ফ্লাইওভার ও মেট্রোরেল স্থাপন করবে। এর অর্জিত মুনাফা ঐ প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সরকারও পাবে। এ ধরনের কাজের মাধ্যমে যৌথ প্রচেষ্টায় দ্রুত কাজ করা সম্ভব হয়। সেখানে সরকার অবকাঠামোগত উন্নয়নের ব্যয় একা বহন করতে পারে না সেখানে এ ধরনের উদ্যোগ নেয়া হয়। এসব বৈশিষ্ট্য পিপিপি ব্যবসায়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, দক্ষিণ সুদান রাষ্ট্রের প্রথম পর্যায়ের কাজগুলো পিপিপি ব্যবসায়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে গৃহীত দ্বিতীয় পর্যায়ের সিদ্ধান্ড় বাস্ড়বায়নে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সংগঠন স্থাপন করা যুক্তিযুক্ত বলে আমি মনে করি।

এ ব্যবসায় রাষ্ট্র কর্তৃক গঠিত হয়। রাষ্ট্রের মালিকানায়ই এটি পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এটি বিশেষ অধ্যাদেশ ও আইনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। তাই আইনের পরিসীমার মধ্যে সব কাজ বৈধভাবে সম্পন্ন করা হয়।

উদ্দীপকের সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্র দক্ষিণ সুদান সম্প্রতি দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য ভাবছে। তারা একটি অস্ত্র তৈরির কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ড় নিয়েছে।

যেকোনো দেশেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যকর করা উচিত। এজন্য সরকারের অনুমোদন নিয়ে ব্যবস্থা নিলে তা বৈধ এবং অধিক ফলপ্রসূ হয়। উদ্দীপকের দেশটির অস্ত্র কারখানা রাষ্ট্রের আওতায় গঠন করলে এর ওপর সরকারের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে। ফলে অন্য কোনো দেশ থেকে অবৈধ কোনো অস্ত্র আনা সম্ভব হবে না। এতে দেশের মধ্যে সন্ত্রাসবাদ বা এ ধরনের অরাজকতা তৈরির আশঙ্কাও থাকবে না। এ অস্ত্র কারখানায় সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকা আবশ্যক। তাই বলা যায়, দ্বিতীয় পর্যায়ের সিদ্ধান্ড় বাস্ড়বায়নে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় স্থাপন করাই যৌক্তিক হবে।

প্রশ্ন ▶ ২৬ নাবিল সাহেব নতুন কর্মস্থলে যোগ দিয়েছেন। ঢাকার মতিঝিলে তার অফিস। প্রতি সপ্তাহে তিনি নিজ বাড়ি সিলেটে আসেন। একটি সরকারি বাস সার্ভিসে তিনি যাতায়াত করেন। এর সার্ভিস মোটামুটি ভালো এবং ভাড়াও কম। তবে টিকিটের চাহিদা বেশি হওয়ায় অনেক সময় টিকিট প্রাপ্তিতে সমস্যা হয়। কাউন্টারে লম্বা লাইন দিয়ে টিকিট কিনতে অনেক সময় ব্যয় হয়।

[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এ্ কলেজ, সিলেট]

ক. PPP কী? ১

খ. রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় কীভাবে একচেটিয়া ব্যবসায় রোধ করে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে কোন রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. টিকিট সংগ্রহের সমস্যা এড়াতে প্রতিষ্ঠানটি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে? বিশে-ষণ করো। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে সরকার ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের যৌথ চুক্তিতে মূলধন বিনিয়োগকারী সংস্থাই হলো পিপিপি।

সহায়ক তথ্য

PPP-এর পূর্ণরূপ হলো– Public Private Partnership বা সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বভিত্তিক ব্যবসায়।

খ রাষ্ট্র কর্তৃক গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়কে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বলে।

এ ব্যবসায় মূলত জনকল্যাণের উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হয়। এ লক্ষ্যে সরকার জনগণকে ন্যায্যমূল্যে পণ্য সরবরাহ করে। এতে অসাধু ব্যবসায়ীরা অধিক মূল্যে পণ্য বিক্রি করে জনগণকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে না। এভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের মাধ্যমে সরকার একচেটিয়া ব্যবসায় রোধ করে।

গ উদ্দীপকে BRTC (Bangladesh Road Transport Corporation বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা) রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

BRTC সংস্থাটি বাংলাদেশে সাশ্রয়ী মূল্যে সড়ক পথে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। এটি যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হয়। এটি জনগণের জন্য কাজ করে।

উদ্দীপকের নাবিল সাহেব নতুন কর্মস্থলে যোগ দিয়েছেন। তিনি একটি সরকারি বাস সার্ভিসে যাতায়াত করেন। এর সার্ভিস ভালো এবং ভাড়াও কম। এ সার্ভিসের ক্ষেত্রে দক্ষ ও নিরাপদ যাতায়াত সেবা নিশ্চিত করা হয়। জনগণের থেকে খুবই অল্প ভাড়া, অর্থাৎ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ন্যায্য ভাড়া নেয়া হয়। স্বল্প খরচে নিরাপদ যাতায়াত সেবা পেয়ে জনগণ সন্তুষ্ট থাকে। এজন্য এর টিকেটের চাহিদা অনেক বেশি। বাংলাদেশে এ ধরনের পরিবহন সেবায় BRTC সংস্থাটি কাজ করছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে BRTC ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ঘ টিকিট সংগ্রহের সমস্যা এড়াতে উদ্দীপকের BRTC প্রতিষ্ঠানটি এর বাসের সংখ্যা বাড়াতে পারে বলে আমি মনে করি।

BRTC প্রতিষ্ঠানটি সাশ্রয়ী ভাড়ায়, দ্র্ত ও আরামদায়ক যাত্রা নিশ্চিত করে। এখানে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ভাড়ায় গাড়ি চালানো হয়। এতে জনগণ উপকৃত হয়। BRTC সংস্থার বাসগুলো বর্তমানে দেশে অনেক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

উদ্দীপকে নাবিল সাহেব BRTC সরকারি বাস সার্ভিসে যাতায়াত করেন। এর সার্ভিস ভালো এবং ভাড়াও কম। তাই টিকিটের চাহিদা অনেক বেশি। ফলে কাউন্টারে লম্বা লাইন দিয়ে টিকিট কিনতে অনেক সময় ব্যয় হয়।

এ সমস্যা নিরসনে BRTC বাসের সংখ্যা বাড়াতে পারে। এতে কোনো বাসের জন্য লম্বা লাইন বা ভিড় বেশি হলে পরবর্তী বাসের জন্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না। আর টিকিটের জন্যও লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হবে না। এতে সময় ও শ্রম কম ব্যয় হবে। যাত্রীরাও সন্তুষ্ট থাকবে। এভাবে উদ্দীপকের সমস্যাটি সমাধান করা যেতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ২৭ 'ক' একটি সদ্য স্বাধীন দেশ। যুদ্ধ বিধ্বস্ড় এ দেশে নানা দল ও উপ-দলে বিভক্ত। মূলধনের অভাব, পারস্পরিক হানাহানি ও বিশ্বাসের অভাবে দেশটিতে তেমন কোনো শিল্প-কারখানা গড়ে ওঠেনি। একমাত্র সুবর্ণচর পাওয়ার হাউজটি শিল্পের ধারক ও বাহক হিসেবে টিকে আছে। প্রতিষ্ঠানটি ২০১৫ সালে ১২ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করে। এর মধ্যে সরকারের মালিকানাধীন শেয়ার অনুপাত ৮-৪ কোটি টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেয়। বাকি অংশ অন্য শেয়ার হোল্ডারগণ নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেয়। *[সিলেট সরকারি কলেজ]*

ক. BTTB-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. 'রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে প্রায়শই ব্যর্থ হয়" ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের পাওয়ার হাউজটি মালিকানার ভিত্তিতে কোন ধরনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'ক' দেশের জন্য কোন ধরনের ব্যবসায় স্থাপন উত্তম হবে বলে তুমি মনে করো? উদ্দীপকের আলোকে বিশে-ষণ করো। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক BTTB-এর পূর্ণরূপ হলো– Bangladesh Telephone & Telegraph Board.

সহায়ক তথ্য

BTTB প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে বাংলাদেশে সাশ্রয়ী মূল্যে টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়।

খ রাষ্ট্র কর্তৃক গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়কে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বলে।

যেকোনো ব্যবসায়ের সাফল্যই সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ওপর নির্ভরশীল। এতে ব্যবসায় সুষ্ঠুভাবে মুনাফা অর্জন করতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ে জনকল্যাণ ছাড়া অন্য কোনো আর্থিক স্বার্থ নেই। তাই এর কর্মচারীরা অনৈতিক পথে স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করে। এতে করে, জনগণের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয়। এ কারণেই রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রায়শই ব্যর্থ হয়।

গ উদ্দীপকে পাওয়ার হাউজটি মালিকানার ভিত্তিতে পিপিপি (PPP-Public Private Partnership বা সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বভিত্তিক) ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত।

এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারি ব্যবস্থা। এখানে জনগণকে সেবা দেয়ার উদ্দেশ্য বেসরকারি খাতের সাথে সরকার চুক্তি করে। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে মূলধন বিনিয়োগ করে। এতে উভয়ের চেষ্টায় ফলপ্রসূ কাজ করা সম্ভব হয়। আর, সরকারের আর্থিক চাপও কমে।

উদ্দীপকে সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্র 'ক' একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ। মূলধনের অভাব, হানাহানি ও বিশ্বাসের অভাবে এ দেশটিতে তেমন কোনো শিল্প কারখানা গড়ে ওঠেনি। সুবর্ণচর পাওয়ার হাউজ নামে যে শিল্প প্রতিষ্ঠানটি এখানে টিকে আছে তা ২০১৫ সালে ১২ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করে। এর মধ্যে ৮.৪ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হয়। আর বাকি অংশ অন্য শেয়ার হোল্ডারগণ নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেয়। প্রতিষ্ঠানটিতে সরকার ও বেসরকারি উভয়েরই মূলধন ছিল বলে শেয়ার অনুপাতে মুনাফা বণ্টিত হয়েছে। তাই বলা যায়, উক্ত পাওয়ার হাউজটি পিপিপি ব্যবসায়েরই অন্তর্ভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকে 'ক' দেশের সুষম উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় স্থাপন উত্তম হবে বলে আমি মনে করি।

এ ব্যবসায় রাষ্ট্র কর্তৃক গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এর সব কাজ জনকল্যাণের উদ্দেশ্যেই করা হয়। এর মাধ্যমে একচেটিয়া ব্যবসায় রোধ করা হয়। দেশের সুষম শিল্পায়ন করার চেষ্টা করা হয়। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়।

উদ্দীপকে 'ক' একটি সদ্য স্বাধীন ও যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ। মূলধনের অভাব, পারস্পরিক হানাহানি ও বিশ্বাসের অভাবে এখানে তেমন শিল্প কারখানা গড়ে ওঠেনি।

'ক' দেশে প্রথমেই রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে ব্যবসায় পরিচালনার বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। কারণ, এটি যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বলে এখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। এজন্য সরকারি নিয়ন্ত্রণে ব্যবসায় গঠন করলে সব কাজ আইনের অধীনেই থাকবে। এছাড়া এখানে যেসব অঞ্চলে শিল্প কারখানা নেই সেখানে সরকার নিজ উদ্যোগে মূলধন বিনিয়োগ করে শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠন করবে। এতে একদিকে দেশটির সুষম শিল্পায়ন হবে, অন্যদিকে এসব শিল্পে অনেক লোকের কর্মসংস্থান হবে। এতে দেশটি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উন্নতি লাভ করবে। ফলে দেশটির সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত হবে। তাই বলা যায়, 'ক' দেশটির জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ই উত্তম হবে।

প্রশ্ন ▶ ২৮ মি. জয় ঢাকায় একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করেন। তার পরিবার চট্টগ্রামে বসবাস করার কারণে প্রতি সপ্তাহে ঢাকা-চট্টগ্রাম আসা-যাওয়া করতে হয়। ট্রেন তার প্রথম পছন্দের হলেও টিকেট সহজলভ্য না হওয়ায় বাসে করে অনেক সময় তাকে আসা-যাওয়া করতে হয়। মি. জয়ের মতো অনেকের প্রথম পছন্দ ট্রেন হলেও ট্রেনের সার্ভিস পর্যাপ্ত নয়; তথাপিও রেলওয়ে একটি লোকসানি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য। *[পটুয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় কী? ১

খ. সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বভিত্তিক ব্যবসায় বলতে কী বোঝায়? ২

গ. মি. জয়ের মতো অনেকের ট্রেনে যাওয়া-আসা প্রথম পছন্দের কেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. রেলওয়েকে লাভজনক করার উপায়সমূহ কী কী? ব্যাখ্যা করো। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্র বা সরকার কর্তৃক গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত সংগঠনকে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বলে।

খ সরকারের সাথে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো চুক্তির মাধ্যমে যৌথভাবে মূলধন বিনিয়োগ করলে তাকে সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বভিত্তিক ব্যবসায় (Public Private Partnership Business) বলে।

এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারিত্ব ব্যবস্থা। জনগণের কল্যাণের জন্য এখানে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যৌথ চুক্তি করে। এতে উভয়ের চেষ্টায় কাজ অধিক ফলপ্রসূ হয়। সরকারের আর্থিক চাপও কমে।

গ উদ্দীপকে মি জয়ের মতো অনেকেরই ট্রেনে যাওয়া-আসা প্রথম পছন্দের কারণ বাংলাদেশ রেলওয়ে সংস্থার নিরাপদ ও সাশ্রয়ী পরিবহন সেবা।

এ সংস্থাটি সরকারি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়। এটি যাত্রীদের সাশ্রয়ী মূল্যে নিরাপদ যাত্রার নিশ্চয়তা দেওয়ার জন্য কাজ করে। দেশের সর্বত্র রেললাইন ও স্টেশন অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংরক্ষণের কাজ করে।

উদ্দীপকে মি. জয়ের পরিবার চট্টগ্রামে থাকে বলে তাকে প্রতি সপ্তাহে ঢাকা-চট্টগ্রাম আসা-যাওয়া করতে হয়। এ দেশে বর্তমানে রেল পরিবহন ব্যয় সবচেয়ে সাশ্রয়ী। আর বাস বা রাস্তায় চলাচলে দুর্ঘটনার যেমন সম্ভাবনা থাকে। তবে রেলওয়েতে এ সম্ভাবনা কম। কারণ, এখানে বাংলাদেশ রেলওয়ে সংস্থার ব্যবস্থাপনার দক্ষ চালকের মাধ্যমে রেল চালানো হয়। মি. জয় বারবার ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যাচ্ছেন বলে তিনি রেলওয়ে পছন্দ করেছেন। এতে তার খরচ কম হচ্ছে এবং নিরাপদে পৌঁছাতে পারছেন। এসব কারণেই মি জয়ের মতো অনেকেরই ট্রেনের চলাচল প্রথম পছন্দ।

ঘ রেলওয়েকে লাভজনক করার জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ে সংস্থার দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও প্রসার কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।

বাংলাদেশ রেলওয়ে বর্তমানে সবচেয়ে সাশ্রয়ী ও নিরাপদ যাত্রা নিশ্চিত করছে। পরিবহন পথে যে দুর্ঘটনা ঘটার ফলে জনজীবন বিপন্ন হয় যা এ সংস্থার কাজের মাধ্যমে কম হচ্ছে। তাই জনগণের কাছে এই পরিবহন সবচেয়ে জনপ্রিয়।

উদ্দীপকে মি. জয় ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম আসা যাওয়ার জন্য ট্রেনের মাধ্যমে যাতায়াতকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন। কিন্তু এর টিকিট সহজলভ্য নয়। তার মতো অনেকেরই প্রথম পছন্দ ট্রেন হলেও এর সার্ভিস পর্যাপ্ত নয় বলে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছে।

রেলওয়ে ব্যবস্থার উক্ত সমস্যা দূর করতে কর্তৃপক্ষকে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। এ লক্ষ্যে ট্রেনের সংখ্যা আরও বাড়ানো যেতে পারে। রেল ইঞ্জিন, বগির উন্নয়ন ও সংস্কার করে এর প্রসার কাজ করা যেতে পারে। এতে জনগণকে টিকেটের অভাবের সমস্যায় পড়তে হবে না। এভাবেই রেলওয়েকে লাভজনক করা যেতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ২৯ জামিল উদ্দীন একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা। সম্প্রতি সরকার তাকে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পরিচালক পদে নিয়োগ প্রদান করেছেন। প্রতিষ্ঠানটি ঢাকা শহরস্থ বাংলাদেশ সড়ক যোগাযোগ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ঢাকা ও গাজীপুরে এর দুটি ওয়ার্কশপ রয়েছে। এটি সারা দেশে যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের ক্ষেত্রে অবদান রাখছে। সম্প্রতি ঢাকা শহরের স্কুলের শিশুদের আনা নেয়ার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি সেবা দিচ্ছে। *[নারায়ণগঞ্জ কলেজ]*

ক. বিধিবদ্ধ কোম্পানি কী? ১
খ. রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বৃহদায়তন প্রকৃতির ব্যবসায় সংগঠন কেন?২
গ. উদ্দীপকে উলি-খিত জামিল উদ্দীন কোন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উলি-খিত প্রতিষ্ঠানটির সেবার মান সম্পর্কে তুমি কি সন্তুষ্ট? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দেশের আইনসভার বিল পাস বা রাষ্ট্রপতির বিশেষ অধ্যাদেশ বলে গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত কোম্পানিকে বিধিবদ্ধ কোম্পানি বলে।

খ জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র কর্তৃক গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়কে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বলে।
উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বেসরকারি উদ্যোক্তারা বিনিয়োগে উৎসাহিত হয় না। ফলে এখানে রাষ্ট্র কর্তৃক বিনিয়োগ করতে হয়। এ বিনিয়োগ থেকে মুনাফা অর্জনের আশা করা হয় না। জনগণের কল্যাণেই অর্থ ব্যয় করা হয়। তাই এ খাতে প্রচুর মূলধন বিনিয়োগ করতে হয়। এজন্যই রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বৃহদায়তন প্রকৃতির হয়।

গ উদ্দীপকে উলি-খিত জামিল উদ্দীন BRTC (Bangladesh Road Transport Corporation বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা) প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন।
এ প্রতিষ্ঠানটি সাশ্রয়ী মূল্যে সড়কপথে যাত্রীদের নিরাপদ যাত্রাকে নিশ্চিত করতে কাজ করে। এটি সরকারি মালিকানায় পরিচালিত হয়। একে একটি নিরাপদ গণপরিবহন সংস্থা হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ভাড়ায় এর ব্যবস্থা চালু আছে।
উদ্দীপকে জামিল সম্প্রতি একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পরিচালক পদে সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন। উলে-খ্য এ প্রতিষ্ঠান ঢাকা শহরস্থ বাংলাদেশ সড়ক যোগাযোগ ক্ষেত্রে গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এটি সারা দেশে যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের কাজ করছে। ঢাকা শহর স্কুলের শিশুদের আনা নেয়ার ক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠানটি কাজ করছে। এসব কাজ মূলত BRTC প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে করা হয়। সুতরাং উদ্দীপকে জামিল উদ্দীন এ প্রতিষ্ঠানেই কর্মরত আছেন।

ঘ উদ্দীপকে উলি-খিত BRTC (Bangladesh Road Transport Corporation) প্রতিষ্ঠানটির সেবার মান সম্পর্কে আমি সন্তুষ্ট।
এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য যাত্রীদের নিরাপদ পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। অর্থাৎ এটি জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে কাজ করছে। প্রতিষ্ঠানটি এর কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণ করছে। ফলে একচেটিয়া ব্যবসায় থেকে জনগণের স্বার্থ রক্ষা হচ্ছে।
উদ্দীপকে উলে-খ্য প্রতিষ্ঠানটি ঢাকা শহরস্থ বাংলাদেশ সড়ক যোগাযোগ ক্ষেত্রে কাজ করছে। এটি মূলত নিরাপদ পরিবহন সেবা নিশ্চিত করে। এটি সরকারি প্রতিষ্ঠান হওয়ায় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ন্যায্য ভাড়া নিয়ে থাকে। এর মাধ্যমে যাত্রীদের দ্র"ত ও আরামদায়ক পরিবহন সেবা দেয়া হয়। আর এসব কাজ BRTC প্রতিষ্ঠান কর্তৃক করা হয়।
সারা বাংলাদেশে এ প্রতিষ্ঠানের কাউন্টার আছে। ঢাকা ও গাজীপুরে এর দুটি ওয়ার্কশপ আছে। দক্ষ কর্মীরা এগুলো পরিচালনা করে। এর প্রতিটি গাড়িতে দক্ষ চালক নিযুক্ত আছে, যাতে দুর্ঘটনার আশঙ্কা কমানো যায়। সম্প্রতি এটি নারী ও শিশুদের জন্য বিশেষ পরিবহন ব্যবস্থা চালু করেছে। ঢাকা শহর স্কুলের শিশুদের আনা নেয়ার কাজ করছে। এসব উন্নত পরিবহন কার্যক্রমের জন্য BRTC প্রতিষ্ঠানের সেবার মান সম্পর্কে আমি সন্তুষ্ট।

প্রশ্ন ▶৩০ বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন জুট মিলসমূহ ক্রমাগত লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছে। কিছু কিছু জুট মিল বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সেগুলো ভালোভাবে পরিচালিত হচ্ছে। সরকারি এ সকল প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দেশপ্রেমের পরিচয় দেয়া উচিত। তবে সুখবর এই যে বর্তমান পাট ও বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী এক্ষেত্রে যথেষ্ট আন্ড়রিকতা দেখাচ্ছেন। *[সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ,জামালপুর]*

ক. WASA-এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. ডাক বিভাগ কোন ধরনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মিলটি কোন ধরনের ব্যবসায় সংগঠন? বর্ণনা করো। ৩
ঘ. বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনায় সমস্যা- উদ্দীপকের আলোকে বর্ণনা করো। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক WASA-এর পূর্ণরূপ হলো- Water Supply & Sewerage Authority।

সহায়ক তথ্য
মেট্রোপলিটন শহর এলাকায় পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা প্রদানে WASA কাজ করে।

খ ডাক বিভাগ বাংলাদেশের একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। ডাক বিভাগ সংশি-ষ্ট পণ্য ও সেবা জনগণের কাছে পৌঁছানোর জন্য কাজ করে। এটি দেশে ও বিদেশে ডাক যোগাযোগ সেবা পৌঁছে দেয়। এর লক্ষ্য হলো তথ্য-প্রযুক্তির এ যুগে সাশ্রয়ী কিন্তু মানসম্মত ডাকসেবা নিশ্চিত করা। দক্ষ ও আন্ড়রিকতার সাথে কাজ করে এটি গ্রাহকদের প্রত্যাশা পূরণ ও সন্তুষ্ট করে। অর্থাৎ, এটি জনকল্যাণের জন্যই কাজ করে। তাই এটি একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান।

গ উদ্দীপকের বর্ণিত মিলটি একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সংগঠন।
এ ব্যবসায় রাষ্ট্র কর্তৃক গঠিত হয়। রাষ্ট্রের মালিকানায়ই এটি পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে এটি কাজ করে না। জনকল্যাণের উদ্দেশ্যেই এটি ব্যবসায়ের সব কাজ পরিচালনা করে। এ ব্যবসায়ের মাধ্যমে একচেটিয়া ব্যবসায় রোধ করা হয়। এর ফলে জনগণের স্বার্থ রক্ষা হয়।
উদ্দীপকে উলে-খ্য, বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন জুট মিলসমূহ ক্রমাগত লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছে। অদক্ষ ব্যবস্থাপনায় এসব মিলের কাজের অবনতি হচ্ছে। একসময় এসব জুট মিলের স্বর্ণযুগ ছিল। এটি জনকল্যাণ ও বেকার সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করত। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে সরকারি নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়। এসব বৈশিষ্ট্য রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের জুট মিলটি রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়েরই অন্ড়র্গত।

ঘ উদ্দীপকের জুটমিলের মতো বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ বর্তমানে অদক্ষ ব্যবস্থাপনার জন্য টিকে থাকতে পারছে না বলে আমি মনে করি।
রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে কাজ করে থাকে। এখানে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য থাকে না। নিঃসন্দেহে এটি জনগণের স্বার্থই রক্ষা করে। কিন্তু কিছু অসুবিধার জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়গুলো উন্নয়নের গতি ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়।
উদ্দীপকে উলে-খ্য, বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন জুট মিলসমূহ ক্রমাগত লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছে। কিছু কিছু জুট মিল বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তা ভালোভাবে পরিচালিত হচ্ছে।
কারণ বেসরকারি খাতে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য থাকে বলে কর্মীরা এ কাজে উৎসাহ পায়। আর জুট মিলগুলো রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বলে জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে কাজ করে। ফলে মুনাফা অর্জনের সুযোগ নেই বলে অনেক কর্মীই অন্যায় পথে স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করে। এছাড়া এসব প্রতিষ্ঠানে রাষ্ট্রীয় আমলা বা নেতাদের প্রভাব দেখা যায়। তাদের প্রভাবে অদক্ষভাবে এসব ব্যবসায় পরিচালিত হয়। এতে ব্যবসায়ের লোকসান হতে থাকে। ফলে জাতীয় ঋণ বাড়তে থাকে। এসব কারণেই রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো সাফল্য অর্জন করে টিকে থাকতে পারে না।

প্রশ্ন ▶৩১ পুষ্পর মামার বাড়ি নাটোরে। এ এলাকায় প্রচুর পরিমাণে আখ জন্মে। সে দেখছে মামার বাড়ির কাছে একটা বড় মিল রয়েছে। সরকারি প্রতিষ্ঠান। মৌসুমী শিল্প। তার নানা বললেন, এটা সরকারি একটা সংস্থার অধীনে পরিচালিত হয়। তার মামা আরও বললেন

বাংলাদেশে অনেক বড় একটা শিল্প সংস্থা রয়েছে। যার অনেক শিল্প পরে বিজাতীয়করণ করা হলেও সার তৈরির কারখানা এর অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। সার উৎপাদন ও বিপণন এর অধীন।

[ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন কলেজ, কুমিল্ল-া]

ক. কোম্পানির জন্মসনদ বলা হয় কাকে? ১

খ. P^3 বলতে কী বোঝায়? ২

গ. পুষ্পর মামার বাড়ির পাশের মিলটি কোন সংস্থার অধীন- ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে পরবর্তীতে যে শিল্প সংস্থার উলে-খ করা হয়েছে দেশের কৃষিক্ষেত্রে তার ভূমিকা বিশে-ষণ করো। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নিবন্ধপত্রকে কোম্পানির জন্মসনদ বলা হয়।

সহায়ক তথ্য

কোম্পানির উদ্যোক্তাগণ নিবন্ধকের কাছ থেকে নিবন্ধনের প্রমাণ হিসেবে যে সনদ পায় তাকে নিবন্ধনপত্র বলে।

খ P^3 হলো Public Private Partnership (সরকারি-বেসররকারি অংশীদারিত্বভিত্তিক ব্যবসায়।)

এটি সরকারি-বেসরকারি যৌথ অর্থায়নে গঠিত ও পরিচালিত ব্যবসায়। জনগনকে সেবা দেয়ার জন্য বেসরকারি খাত সরকারের সাথে চুক্তি করে এ ব্যবসায় গঠন করে। এতে সরকারের আর্থিক চাপ কমে। অবকাঠামো নির্মাণ, হাসপাতাল, শিক্ষা ও সেবা প্রতিষ্ঠান গঠনে এ ব্যবসায় কাজ করে।

গ উদ্দীপকে পুষ্পর মামার বাড়ির পাশের মিলটি বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থার (BSFIC Bangladesh Sugar & Food Industry Corporation) অধীন।

এ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের চিনি ও খাদ্যের উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য কাজ করে। নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার ও কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে চিনিকলগুলোর আধুনিকায়ন করে। এছাড়া এটি চিনি ও খাদ্য শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে বিশেষ বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করে। উদ্দীপকে পুষ্পর মামার বাড়ি নাটোরে। এ এলাকায় প্রচুর আখ জন্মে। আখ থেকে চিনি তৈরি হয়। আখের উৎপাদন বেশি বলে এখানে একটি চিনির মিল স্থাপিত হয়েছে। এটি একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। এটি চিনি শিল্পের পরিচালনা, সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য কাজ করে। এটি একটি সংস্থার অধীনে এসব কাজ পরিচালনা করে। এসব কাজ মূলত BSFIC বা বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থার অধীনেই পরিচালিত হয়। সুতরাং, পুষ্পর মামার বাড়ির পাশের মিলটি এ সংস্থারই অধীন।

ঘ উদ্দীপকে পরবর্তীতে বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প সংস্থার (BCIC - Bangladesh Chemical Industries Corporation) উলে-খ করা হয়েছে, যা দেশের কৃষিক্ষেত্রে গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

এ সংস্থা রসায়ন শিল্প সংশি-ষ্ট সার, কাগজ ও ট্যানারি শিল্প পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের কাজ করে। এটি সরকারের শিল্পনীতি বাস্ড়বায়নের জন্য রসায়ন শিল্পগুলোতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করে। এসব শিল্পের সম্প্রসারণেও এটি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে।

উদ্দীপকে উলে-খ্য, বাংলাদেশে অনেক বড় একটি শিল্প সংস্থা আছে। এটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় সংস্থা। এটি সার ও অন্যান্য রাসায়নিক কারখানা পরিচালনা করে। এর উৎপাদন ও বিপণন কাজও এর অধীনে পরিচালিত হয়। অর্থাৎ, এটি বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প সংস্থার অন্ড়র্গত।

এ সংস্থার মাধ্যমে কৃষকদের ন্যায্যমূল্যে মানসম্মত সার সরবরাহের কাজ করা হয়। এতে কৃষকরা বেশি উৎপাদন করতে সক্ষম হয়। দেশের জনগণের চাহিদা পূরণের পর বিদেশেও রপ্তানি করা যায়। ফলে পরবর্তীতে কৃষকদের মাধ্যমে উৎপাদন আরও বাড়াতে নতুন ও আধুনিক যন্ত্রপাতিও দেওয়া হয়। অর্থাৎ এভাবে এ সংস্থা কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখে।